# সঙ্গীত লহরী

শ্রীযদুনাথ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত

# সঙ্গীত লহরী

শ্রীযদুনাথ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত

মূল্য ॥০ আনা

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কর্ত্তৃক
২০ নং স্থরী লেন হইতে
প্রকাশিত।

— পূর্নমুদ্রণ — .
শ্রীপঞ্চমী ১৩৩৯ সাল

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস,
৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

# প্রকাশকের নিবেদন

"সঙ্গীত-লহরী" পুনঃ প্রকাশিত হইল। হুগলি জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ—অধুনা আরামবাগ। সাব্ডিভিসনের মধ্যে খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর বহুদিনের প্রসিদ্ধ গ্রাম।

বহু মনীষি এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রামকে ধন্য করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামমোহন রায়।

"সঙ্গীত-লহরীর" প্রণেতা ৺ যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেকালের বাংলার ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" হইতে তাঁহার প্রণীত 'তীর্থ ভ্রমণ' প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যার্ণব মহাশয় যদুনাথ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। "বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী" রচয়িতা ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় এবং ৺সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও অনেক তথ্য সঙ্কলন করিয়াছেন। এই সকল উপকরণ অবলম্বন করিয়া যদুনাথের জীবন ও কর্ম্মের কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। নিম্নে তাহা সঙ্কলিত হইল।

১। "সর্ব্বাধিকারী-বংশ চিরদিন সাহিত্যানুরাগী। কেবল মুন্সী রামনারায়ণ বলিয়া নহে, অন্যান্য অনেকে গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। যদুনাথের এক খুল্লতাত বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হইয়া পদ্যে "ধ্রুব-চরিত্র" রচনা করেন। যদুনাথও অল্প

বয়স হইতেই গান রচনা করিতে ভালবাসিতেন। সে কালে প্রতি সম্ভ্রান্ত পরিবারেই সঙ্গীতের যথেষ্ট আদর ছিল, সকলেই কিছু না কিছু সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। আমাদের যদুনাথও বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণবিষয়ক ও শ্যামাবিষয়ক অনেক সুন্দর গান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি "সঙ্গীত-লহরী" নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। রামচাঁদ গোস্বামী, হলধর চোঙদার প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞদিগের মুখে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তিনি স্বরচিত স্তব-গীতি শুনিতেন ও আপন ভুলিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। "সঙ্গীত-লহরীর" ভূমিকায় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুত্র ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "রামচাঁদ গোস্বামী ও হলধর চোঙদার মহাশয়" যখন তাঁহার পিতৃ-রচিত সঙ্গীতের আলাপ করিতেন "বাস্তবিক তাহা যেন কর্ণে পীযুষ বর্ষণ করিত"।

*　　*　　*　　*

২। "তাঁহার ভগবদ্ভক্তি, রসজ্ঞান, ভাবুকতা, রচনা-মাধুর্য্য ও পদ-লালিত্যের অভাব নাই। তিনি একজন প্রেমিক অথচ সুরসিক পুরুষ ছিলেন। যদুনাথ একজন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি রাধাকান্তজীকে নিবেদন না করিয়া কোন জিনিষই গ্রহণ করিতেন না। প্রাতঃকালে অনেক রোগী তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিত। তিনি রাধাকান্তজীর পূজা করিয়া বাহিরে আসিয়া সেই সকল রোগী দেখিতেন, ইষ্টদেবের চরণামৃত দিয়া সুকোমল হাত বুলাইয়া ও ফুঁ দিয়া

অনেক রোগী আরাম করিতেন। চিকিৎসকের সুব্যবস্থায়ও যে রোগ ভাল হয় নাই—সাধু যদুনাথের দেব-ভক্তির গুণে সেরূপ অনেক রোগ সারিয়া যাইত। তিনি তীর্থযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শারদ-রাস বা কোজাগরী পূর্ণিমায় তাঁহার রাধাকান্তের স্বতন্ত্র রাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাধাকান্তের প্রতি তাঁহার যেমন প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, অপর দেব-দেবীর উপরও তাঁহার ভক্তির হ্রাস দেখা যাইত না।"

*　　*　　*　　*

৩। "তিনি নিজে লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া মোকর্দ্দমা মিটাইয়া দিতেন, বিপদে-আপদে সহানুভূতি দেখাইতেন।

খানাকুল-কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মণসমাজ পর্য্যন্ত অনেক স্থলে তাঁহার মত লইয়া একাদশী প্রভৃতির ব্যবস্থা স্থির করিতেন। বারমাস প্রাতঃস্নান, নামাবলী ধারণ, নিজহস্তে পুষ্পচয়ন ও পূজাদি করিতেন। পূজাদির পর বেলা ১ টা পর্য্যন্ত দরিদ্র-দিগকে মুষ্টিভিক্ষা দিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর স্বরচিত স্তব-গীতি শুনিতেন ও আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। সংসারে থাকিলেও তাঁহার সংসারে আসক্তি ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—'আমি বাগানের মালী, ম্যানেজার; যা কিছু সব তাঁর, আমার বলিলেই শাস্তি পাইব।' বাহুল্যভয়ে অপরাপর অংশ উদ্ধৃত হইল না। গ্রন্থকারের প্রণীত বিস্তৃত-তর বংশ পরিচয় তাঁহার তীর্থ-ভ্রমণ পুস্তকে মুখবন্ধে এবং এই পুস্তিকার পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

*　　*　　*　　*

"সঙ্গীত লহরীর" বর্ত্তমান প্রকাশক যদুনাথের পৌত্র। পিতামহ কিংবা নিজ বংশ সম্বন্ধে নিজের কোন উক্তি সমীচীন নহে। রাধানগরের নিকটস্থ বীরসিংহ গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারির সহাধ্যায়ী ও সহকর্ম্মী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রসন্ন বাবুর নিকট ইংরেজী পড়িতেন এবং প্রসন্নবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। তাঁহাদের উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর প্রসন্ন বাবু সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। সেই সময়ে, প্রকাশক, সংস্কৃত কলেজের তরুণ ছাত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্রসন্নবাবুর পরস্পরের বিদ্যা-সাহচর্য্য উপলক্ষ করিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকগণ আদর করিয়া বলিতেন "সম্পৎ বিনিময়ে নোভৌ দধতুভূবনদ্বয়ম্"।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্রসন্নবাবু এবং তাঁহার অনুজ শ্রীযুক্তস্র্য্যকুমার, (প্রকাশকের পিতা) আনন্দকুমার ও রাজকুমার বহুবাজার লোহাপটীতে এক বাসায় থাকিতেন। মহালয়া পার্ব্বন উপলক্ষে যদুনাথ আসিয়াও সেই বাসায় থাকিতেন। বাটীর একঘরে রচিত হইত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি ও অপর ঘরে রচিত হইত যদুনাথের "তীর্থভ্রমণ" ও "সঙ্গীত-লহরী"। এক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দুইজন লেখকের ভাব ও ভাষার কত পার্থক্য সম্ভব ও স্বাভাবিক তাহা এই অপূর্ব্ব সমবায় হইতে সহজে প্রতীয়মান হয় এবং এক লেখকের ভাষা ও ভাবে পার্থক্য কতদূর সম্ভব তাহা যদুনাথের "তীর্থ ভ্রমণ" ও "সঙ্গীত-লহরীর রচনায় প্রকাশ পায়। "সঙ্গীত লহরীর" প্রাঞ্জল ভাষা

ভাব ও পদলালিত্য তদানীন্তন পাঠক ও শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিত।• এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রকাশক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী এই গীত-ধারাকে "পীযূষধারা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাধানগরে শ্রীযুক্ত রামচাঁদ গোস্বামী মহাশয় যখন বেহালাবাদক হলধর চোংদার মহাশয়ের সাহায্যে গান করিতেন তখন প্রকাশকের বর্ণিত "পীযূষধারা"র কথা পুত্রোচিত অতিরঞ্জন বলিয়া কাহারও মনে হইত না। সেই সুরের "রেশ" ৬০ বৎসর পরেও প্রকাশকের কাণে বাজিতেছে। "সঙ্গীতলহরীর" ১ম সংস্করণের প্রকাশকের লিখিত মুখবন্ধ—পরিশিষ্টে প্রদত্ত ৺মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রণীত সর্ব্বাধিকারী বংশের ইতিহাস নামক প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

গ্রন্থকারের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সর্ব্বাধিকারী ১৮৩৯ কিম্বা ৪০ খৃঃ অব্দে "উষাহরণ" নামে গীতিনাট্য রচনা করেন এবং রাধানগরের বাটীতে তাহা অভিনীত হয়। সেই গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয়ের চেষ্টায় সর্ব্বাধিকারী বংশের চিরন্তন বন্ধু ও হিতকামী কাশীবাসী স্বর্গীয় যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে তাহার দুইটি গান উদ্ধার হইয়াছে; তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

( ১ )

(কেন) বিরস বদন বিধুমুখী
মলিন চন্দ্রানন চন্দ্রেতে যেমন
মৃগাঙ্ক কলঙ্ক দেখি ॥

নীলোৎপল জিনি নয়ন-যুগল
সদত তাহে কজ্জলে উজ্জ্বল
বলগো একি, বল, কেন ছল ছল
করে দুটী আঁখি ॥

( ২ )

সখি আমাতে কি আমি আছি।
ভোলানাথের কৃপাতে পেয়ে প্রাণনাথে পুনঃ হারায়েছি ॥
স্বপ্নে ক'রে সেই নাগরের সঙ্গ
করিলাম কত রসের প্রসঙ্গ
পরে নিদ্রাভঙ্গে হ'ল রসভঙ্গ বিচ্ছেদ-সাগরে ডুবেছি ॥

বৈকুণ্ঠ নাথের পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী রচয়িতা আধুনিক প্রণালী সঙ্গত নাটক, নাটিকা, কিম্বা গীতিনাট্য রচনা করেন নাই। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে ইহার কিছু পরে সর্ব্বাধিকারী বংশীয় অন্যতম বংশধর শ্রীযুক্ত গোপীমোহন "ভক্তি-তরঙ্গিণী" নামে আরও এক গীতিনাট্য রচনা করেন। তাহার পরিচয় পরিশিষ্টে পাওয়া যাইবে।

গ্রন্থকারের ৪র্থ পুত্র রায় বাহাদুর রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীও অনেকগুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাহার কয়েকটী "সঙ্গীত লহরীতে" যদুনাথের গানের সহিত ছাপা হইয়াছিল। সেই গানগুলিও বর্ত্তমান সংস্করণে ছাপা হইল। রাজকুমারের অন্যান্য গানগুলি স্বতন্ত্র ছাপা হইয়াছে। গ্রন্থকারের পুত্র

সূর্য্যকুমার ও আনন্দ কুমারও অনেকগুলি ধর্ম্ম সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাও সময়ে সময়ে স্বতন্ত্র ছাপা হইয়াছে। গ্রন্থকারের বংশের অনেক পুরুষ এবং স্ত্রীলোক নানা গ্রন্থ, সঙ্গীত এবং কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন কিন্তু এস্থলে সে পরিচয় প্রদান সমীচীন নহে।

বর্ত্তমান সময়ে দেশে পুনরায় হরি-কথা ও হরি-গুণগানের তরঙ্গ প্রবলভাবে উঠিয়াছে। এই সময়ে যদুনাথের "সঙ্গীত লহরীর" পুনঃপ্রকাশ উপযোগী। "সঙ্গীত-লহরীতে" শ্যাম শ্যামার প্রতি অবিচল ভক্তি প্রনিধান যোগ্য। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেশে সকল প্রকার ধ্বংস ও অবনতির কারণ। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রাণ যদুনাথ এই বিদ্বেষ তিরোধান কল্পে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্রসাদপুর<br>
২০ সুরী লেন, কলিকাতা<br>
৭ই জানুয়ারী, ১৯৩২<br>
২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯<br>
বুধবার।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

# সঙ্গীত-লহরী

রাগিণী আশোয়ারী—তাল আড়াঠেকা।

হরিগুণ গাও রে।
সংসারের কু-বাসনা, যন্ত্রণা এড়াও রে ॥
উদয় হ'য়ে তপন, করি'ছে আয়ু হরণ,
এদেহ হ'বে পতন, সতর্কেতে রও রে ॥
ভাবিলে সে অভয় পদ, তুচ্ছ হ'বে ব্রহ্মপদ,
অবিলম্বে নিরাপদ, বিপদ না রয় রে ॥
যে পদ ভাবনা করি', ব্রহ্মা হ'লেন ব্রহ্মচারী,
শ্মশানেতে ত্রিপুরারি যোগাসনে রয় রে ॥
হরিনাম সারাৎসার, করিতে জীব-উদ্ধার,
প্রচারিল ত্রিসংসার, পাপ নাশিবারে রে।
এমন দুর্লভ নাম, জিহ্বা জপ অবিশ্রাম,
পাইবে কৈবল্যধাম, যদুরে বুঝাও রে ॥ ১

—০—

রাগিণী মুলতান—তাল আড়া।

তারণ হে কি গুণে তারিবে মোরে।
সকল গুণ বিহীন অকিঞ্চন এ পামরে ॥

বদ্ধ হ'য়ে মায়াজালে, তব তত্ত্ব আছি ভুলে,
তরি কিসে অন্তকালে, দুরন্ত ভব-সাগরে ॥
কৃতান্তেরে দিতে ফাঁকি, কৃষ্ণদাস ব'লে থাকি,
দাস-ধর্ম্ম নাহি রাখি, বাহ্য বা অন্তরে ॥
যেমন চতুর নরে, মহতের নাম ক'রে,
প্রতারিয়ে কর্ণধারে, দুরন্ত পাথারে তরে ॥
ব'সে আছি এই আশয়ে, ভজন সাধন তেয়াগিয়ে,
যা'ব তব দোহাই দিয়ে, ভাবি না ভাবি তোমারে ॥
দয়াময় যদুপতি, যদুতো অধম অতি,
বিতর পরম গতি, নিজ গুণে এ কিঙ্করে ॥ ২

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

মিছে ভাব কেন আর।
মিছার সংসার, চিত্ত সারাৎসার ॥
ভ্রমি' আসি' লক্ষযোনি, মানব জন্মেছ তুমি,
চিন্তা কর চিন্তামণি, যদি হ'বে পার ॥
পঞ্চভূত একত্রেতে, পরমাত্মা যোগ তা'তে,
মিশিবে পঞ্চ পঞ্চেতে, মিছে অহঙ্কার ॥
যদুর কেন মায়ামোহ, সঙ্গে না যাইবে কেহ,
কৃষ্ণ বিনা মিছে দেহ, সকলি অসার ॥ ৩

—০—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

•সে সব ভুলিলে কি মন।

কি ব'লে এসেছ কিবা করিলে এখন ॥

জননী জঠরবাসে, বন্দী ছিলে নাগ-পাশে,
বিষ-কৃমি দংশত্রাসে, বলিলে তখন ॥
প্রবেশিয়া মায়াভূমি, সকলি ভুলিলে তুমি,
না চিনিলে আত্মস্বামী, না কর সাধন ॥
যদু কেন এত ভ্রান্ত, না ভাবিল রাধাকান্ত,
নিকটে এল কৃতান্ত, কে করে বারণ ॥ ৪

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

:একি ভ্রান্তি তোমার।

চিন্তামণি না চিন্তিয়ে, চিন্তা কর কার ॥
চক্ষু মন অগোচরে, আছে চিন্তামণি-পুরে,
অব্যয় শক্তিতে বিশ্ব, সৃজন যাহার।
সচ্চিদানন্দ হ'য়ে, বিশ্বেতে আছে ব্যাপিয়ে,
তুমি তা'রে না ভাবিয়ে, একে কর আর ॥
বন্দী হ'য়ে মায়াজালে, নিত্যধনে আছ ভুলে,
যদু যেন অন্তকালে ভাবে সারাৎসার ॥ ৫

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

কাশী আনন্দ কানন।

আত্মা বিশ্বেশ্বর, সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ॥
স্বশরীর কাশী-ক্ষেত্র, বিরাজিত সর্ব্বতীর্থ,
না জানিয়ে আত্ম-তত্ত্ব, ভ্রম অকারণ॥
জ্ঞানরূপা গঙ্গাশক্তি, স্বপ্রকাশে জীবন-মুক্তি,
পরমা পরমগতি, আনন্দে মগন॥
আনন্দ-কানন ধাম, বিরাজিত আত্মারাম,
যদু ভাবে শিব শ্যাম, অনাদি কারণ॥ ৭

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়া।

মাধব হে কেমনে তারিবে মোরে।
বিষয়-মদে মত্ত হ'য়ে কভু না ভাবি তোমারে॥
আমি যে বিষয়াশক্ত, শ্রীচরণে আছে ব্যক্ত,
সদা সাধন বিরক্ত, ব্যক্ত এই সংসারে॥
কৃতান্তেরে দিতে ফাঁকি, কৃষ্ণদাস ব'লে থাকি,
বাহ্যান্তরে নাহি ডাকি, কখন তোমারে॥
বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বম্ভর, বিশ্বছাড়া নহে নর,
যদু তো বিশ্ব ভিতর, ভাবনা আর কেন করে॥ ৮

—০—

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল মধ্যমান।

হরি বিনে কে করে দুঃখ নিবারণ।
ভবের ভরসা ভাব ভব ভাবে যে চরণ॥
ভাবিলে পদযুগল, পা'বে চতুর্ব্বর্গ ফল,
প্রকাশিবে হৃদ্-কমল, অন্তে পা'বে নারায়ণ॥
অনিত্য সংসারাশ্রয়ে, আছ ভ্রমে ভ্রমী হ'য়ে,
মূলাধারে না ভাবিয়ে, যদুর হ'ল কালহরণ॥ ৯

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল মধ্যমান।

তোমা বিনে অধীনে কে করে তারণ।
মায়াজালে বন্দী হ'য়ে, হ'য়ে আছি বিস্মরণ॥
দারা পুত্র পরিবারে, আপন আপন ক'রে,
আত্মারে অনাত্ম ক'রে, অনর্থ হ'ল এখন॥
মিছে কাজে গেল কাল, নিকট হইল কাল,
যদুর হ'লে অন্তকাল, দিতে হ'বে শ্রীচরণ॥ ১০

—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

হরি তোমায় কাতরে ডাকি বারম্বার।
বিষয়-বিষ ক'রে পান, কণ্ঠ রোধ হয় আমার॥
রসনা অবশ হ'য়ে, নামামৃত তেয়াগিয়ে,
বিষপানে মত্ত হ'য়ে, ডুবা'লে এবার॥
ষড়চক্র করি' ভেদ, ষড়রিপু্ কর ছেদ,
যত্নর ঘুচে মনের খেদ, যদি ভবে কর পার॥ ১:

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

অতি তুর্লভ মানব দেহ পেয়েছ রে মন।
ভব-সিন্ধু তরিবারে তরী সুগঠন॥
ভবপারে দেহ-তরী, হরি যা'র কাণ্ডারী
মহামন্ত্র-হাল ধরি', হরিষে কর সাধন॥
জীবমুক্ত যত জন, হরিনামেতে মগন,
সাধকের সর্ব্বস্ব ধন, গোবিন্দ-চরণ॥
বিষয় আসক্ত জন, কর্ণেতে করে শ্রবণ,
হরি-গুণানুকীর্ত্তন, না করে স্মরণ॥
ত্রিবিধ প্রকার দেহ, কৃষ্ণ ছাড়া নহে কেহ,
তুমি কেন না করহ, তাঁহার স্মরণ॥
আত্মঘাতী জীব হ'লে, কৃষ্ণনাম নাহি বলে,
যত্ন যেন না যায় ভুলে যুগল চরণ॥ ১২

—০—

### রাগিণী গৌরী—তাল আড়া।

কলুষ নাশিণী কালী বিহরয়ি মহাকালে।
আমারে সদয় হ'য়ে উদয় হও মা হৃদ্-কমলে ॥
অখণ্ড মণ্ডলাকার, বিশ্বব্যাপী বিশ্বাধার,
নাশিতে অসুরভার, সাকার আকার প্রকাশিলে
দলিতে দানবদল, কত না ধরেছ বল,
বহিতেছে শ্রমজল, ঘোর সমরে ॥
শবরূপ মহাকালে, রেখেছ গো পদতলে,
যদু যেন অন্তকালে, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥ ১৩

### রাগিণী গৌরী—তাল আড়া।

করালবদনী কালী কৃপাময়ী কুণ্ডলিনী।
অসুর সমাজ মাঝে নাচে বামা একাকিনী ॥
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে, দনুজকুল সংহারে,
পলকে প্রলয় করে, হ'য়ে বামা উলঙ্গিনী ॥
বাম করে অসি, মুখে অট্ট অট্ট হাসি,
উলঙ্গিনী এলোকেশী, ভ্রমে সমরে ॥
রতন-নূপুর পায়, রুণু রুণু বাজে তা'য়,
যদু যেন অন্তে পায়, আদ্যাশক্তি নারায়ণী ॥ ১৪

—০—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

একি অপরূপ রূপ দেখ মহারাজ।
পুরুষের হৃদিপরে রমণীর রণসাজ॥
করি-কর ধরি' করে, বিনাশে মত্ত কুঞ্জরে,
রথে রথ চূর্ণ করে, উলঙ্গিনী রণ মাঝ॥
পদভরে কাঁপে ধরা, গলে নরমুণ্ড পরা,
সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা, কিছু নাহি লাজ॥
এলোকেশী দিগম্বরী, কেবা বামা শবোপরি
যদু বলে হরি হরি, মায়ের একি গো সাজ॥ ১৫

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

কা'র বামা উলঙ্গিনী রণে বিহরে।
লাজভয় নাহি করে নাচে ঘোর সমরে॥
সঙ্গিনী যোগিনী মেলি', ঘন দেয় করতালি,
সুধা-পানে ঢলি' ঢলি', নাশে অসুরে॥
নবীনা ষোড়শী বালা, রূপে শশী ষোলকলা
হৃদ্‌পদ্মে রেখে ভোলা, পদ নেহারে॥
দীন যদুনাথ বলে, ঐ শ্রীচরণ-কমলে,
প্রেমানন্দে জবা দিলে, কালভয় নিবারে॥ ১৬

---

রাগিণী ভড়ি—তাল ধ্রুপদ।

যমুনাতটে বংশীবটে করে মুরলী-ধারী।
নবঘন ঘন ঘনহি বোল বোলত রাধা প্যারী॥
শিরে কুঞ্চ কুন্তল, শ্রবণে কুণ্ডল, গলে বনমালা
অঙ্গদ বলিয়া করে, বাজুবন্দ বাহু পরে
ময়ূর মুকুট শিরে, শোভে বনওয়ারী॥ ১৭

রাগিণী ভড়ি—তাল ধ্রুপদ।

বিরাজিতে রতন-সিংহাসনে রাধা প্যারী।
ললিতা বিশাখা, চিত্ররেখা, রঙ্গদেবী সঙ্গে সহচরী
কুঞ্জ-কানন ঘেরি', গুঞ্জরে ভ্রমরী, গায়ত সারী,
কুর্ব্বতি পিকবর, অতি সুমধুর স্বর;
বসন্ত রাগ পর, সপ্ত স্বর ধরি'॥ ১৮

রাগিণী ভড়ি—তাল ধ্রুপদ।

শোভতে রতন-সিংহাসনে সীতা পতি।
নব দুর্ব্বাদল শ্যাম বামে সীতা সতী॥
ছত্রধারী লছমন, ভরত শত্রুঘ্ন;
করে করি' ব্যজন, কর যোড়ি' মারুতি॥

ধনুর্ব্বাণ করে ধরি' রাঘব রাবণ অরি',
বসি' বীরাসন করি', রাম রঘুবীর ॥
রাধাকৃষ্ণ সীতারাম, উভয় কৈবল্য ধাম,
যদু জপ অবিশ্রাম, যদি হয় গতি ॥ ১৯

## গোষ্ঠ লীলা

রাগিণী ললিত বিভায—তাল মধ্যমান ঠেকা।

ঐ যায় বিপিনে আবা আবা রব দিয়ে।
ব্রজের বালক সঙ্গে রঙ্গেতে নাচিয়ে ॥
ধীরে ধীরে ধীরে যাই'ছে, আগের পা পড়ি'ছে পিছে.
সঙ্গে দাদা ললাই আছে, ধেনু বৎস ল'য়ে ॥
রহিয়ে রহিয়ে যায়, পদচিহ্ন পড়ে তা'য়,
গোষ্পদাদি শোভা পায়, ভূতলে পড়িয়ে ॥
পদে উনবিংশ চিহ্ন, পড়িয়াছে ভিন্ন ভিন্ন,
যদু-হৃদি-বৃন্দারণ্য, আছে ধন্য হ'য়ে ॥ ২০

রাগিণী মার্ডর—তাল আড়া

রাণী পাঠায় কোন্ প্রাণে।
বিধু বদন ঘামিয়াছে রবির কিরণে ॥

হর পূজে বিল্বদলে, যে ধনে পেয়েছে কোলে,
গোচারণে তা'রে দিলে, রাখালের সনে ॥
ক্ষীরের পুতলি জিনি, অঙ্গের গঠন খানি,
কেমনে পাঠা'লে রাণী, গহন কাননে ॥
যদি ব্রজের বালক হ'তাম্, রাখাল হ'য়ে সঙ্গে যেতাম্,
ক্ষীর সর অঞ্চলে নিতাম্, দিতাম্ বদনে ॥
তপন তাপেতে অতি হ'লে তাপিত বসুমতী
সুকোমল পদ দু'টি সইবে কেমনে ॥
যদুনাথের হৃদাকাশে, দাড়াও দাড়াও গোষ্ঠের বেশে,
মনোগন্ধ প্রেমোল্লাসে, দিব চরণে ॥ ২১

রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

অস্থির হ'তেছে কেন মন।
গোঠে গেছে দুধের গোপাল প্রাণের নীল-রতন ॥
গো-পাল গোপাল ল'য়ে গেছে, সঙ্গে হলধারী আছে,
তবে কেন প্রাণ কাঁদিছে, শূন্য দেখি সব ভবন।
রামের হাতে শ্যাম দিয়ে, দিয়েছি তো সমর্পি'য়ে,
কেন গো বিদরে হিয়ে, কিসের কারণ ॥
গোপালে পাঠায়ে গোঠে, প্রাণ আমার কেঁদে উঠে
যদু বলে এই বটে, বাৎসল্য-লক্ষণ ॥ ২২

—০—

রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

কা'র চিন্তা কর গো রাণী।
বিপত্তি ভঞ্জন নামে কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি॥
যোগীর-হৃদয়ের ধন, কর্ত্তে গেছে গো-চারণ;
সঙ্গে আছে সঙ্কর্ষণ, আসিবে এখনি॥
ভূভার হরিতে অংশে **অবতীর্ণ** গোপ বংশে,
দলিতে দানব কংস এসেছ হে চক্রপাণি!
যদু বলে তপের ফলে, পুত্রভাবে কোলে পেলে,
বাৎসল্যেতে না চিনিলে, গোপাল চূড়ামণি॥ ২৩

রাগিণী পূরবী—তাল আড়া।

দিবা অবসান হল।
এখনো কেন গোপাল আমার গৃহে না এল॥
গোপালে পাঠা'য়ে বনে, চেয়ে আছি পথ পানে
কত ক্ষণে আস্‌বে গোপাল, অস্তাচলে সূর্য্য গেলে
লয়ে ধেনু বৎসগণে, রঙ্গিয়ে রাখালের সনে,
গেছে বুঝি দূর বনে, খেলিতে খেলিতে—
কিম্বা সে উদ্ধত হ'য়ে, বলরামে না কহিয়ে,
ক্ষুধাতে ব্যাকুল হ'য়ে, বুঝি কা'রে মা বলিল॥

ক্ষীর, সর, ননী ল'য়ে, ব'সে আছি মুখচেয়ে,
গোপাল আমার আস্‌বে ধেয়ে, মা মা বলিয়ে—
না দেখিয়ে প্রাণধন, চঞ্চল হ'তেছে মন,
কেবা যা'বে বৃন্দাবন, যদুরে পাঠা'তে হ'ল ॥ ২৪

রাগিণী পুরবী—তাল আড়া।

ঐ এল নন্দলাল।
সিঙ্গে বেণু ধেনু-রবে আসি'ছে গোপাল ॥
ধবলী শ্যামলী ল'য়ে, আবা আবা রব দিয়ে,
গোপালে ঘেরে নাচিয়ে, যতেক রাখাল ॥
কাদম্বরী পান করি', ঢলি' ঢলি' হলধারী,
শিরে সুরঙ্গ পাগড়ি, ঐ সে সুবল ॥
গোপবেশ বেণু করে গো-ছাঁদন স্কন্ধোপরে,
যদুনাথের হৃদুপরে, যশোদা-দুলাল ॥ ২৫

রাগিণী পুরবী—তাল আড়া।

এসো এসো গোপাল আমার প্রাণের নীলরতন
শূন্য ঘরে ছিলাম তোমায় পাঠাইয়ে বন ॥
সাত পাঁচ নাই ঘরে, মা বলিতে অভাগীরে,
এলে সারা দিনের পরে, দেখি চাঁদ-বদন ॥

ক্ষীর সর অঞ্চলে ক'রে, ব'সে আছি তোমার তরে
খাওরে অঞ্জলি পুরে, দেখি বাছাধন ॥
আয়রে বাপ করি কোলে, ডাক আমায় মা মা ব'লে,
যদু দেখে নয়ন-জলে, ভিজিল বসন ॥ ২৬

## শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণন

রাগিণী বাগীশ্বরী—তাল ঠেকা

কে ও তরুমূলে—নব জলধর
অধরে মুরলি ধরে' রাধা রাধা রাধা বলে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ বনমালা গলে ॥
কটিতটে পীতধড়া, শিখি পুচ্ছ বাঁধা চূড়া,
বামে আধ আধ টেরা বেড়া বনফুলে ॥
গোপবেশ বেণুকর, নব কৈশর নটবর,
প্রহারে নয়ন শর, রমণীর কুলে ॥
অলকা মুখ মণ্ডলে, চন্দনের বিন্দু ভালে,
রূপ হেরে যদু বলে, রমণীয় মন ভুলে ॥

রাগিণী জয়-জয়ন্তি—তাল ঝাঁপতাল।

নবীন নীরদ বপু ললিত ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
পীতধটি শোভে কটি তরুমূলে দাঁড়াইয়ে॥
মুখে মৃদু মৃদু হাসে, চাহে হেন সুধা হাসে,
অবলার কুল নাশে, বাঁশি বাজা'য়ে॥
সুচারু বঙ্ক-নয়ন, ভুরু তাহে শরাসন,
ভুলায় অবলা-মন, ভুরু নাচা'য়ে॥
নব রবি-পদ তলে, বিরাজি'ছে নখ ছলে
যদুনাথের হৃদি-মূলে, আছে করে বেণু ল'য়ে॥ ২৮

রাগিণী সারঙ্গ—তাল একতালা।

কি হেরিলাম রূপ—যমুনার জলে।
কালিয়ে বরণ, অতি সুচিকণ,
কলসী হিল্লোল হিল্লোলে হেলে॥
জলেতে যে রূপ দেখি, সেরূপ স্থলে নিরখি,
পুন তা'রে হৃদে দেখি, নয়ন মুদিলে॥
কি হ'ল কি হ'ল মোরে, কালা অন্তর বাহিরে,
জল স্থলে হেরে তা'রে, কেবা রয় কুলে॥
যে হেরেছে কাল বরণ, কাল ভেবে কাল বরণ
যদু যেন কালবরণ, দেখে হৃদি-মূলে॥ ২৯

রাগিণী সারঙ্গ—তাল একতালা।

সখি কি হ'ল আমায়—কালিয়ে বরণ,
গৃহকাজে থাকি, কালরূপ দেখি,
যদি মুদি আঁখি, করে আকর্ষণ॥
যদি থাকি অন্যমনে, কালরূপ দেখি নয়নে,
পুন প্রবেশিয়ে মনে, করে উচাটন।
ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়, **আতস বাজির** প্রায়
ধরিলে না ধরা দেয়, **এ তা'র রীতি কেমন**
কি করিব কোথা' যা'ব, কোথা' গেলে কালা পা'ব
যদু বলে কেন ভাব, হইবে মিলন॥ ৩০

রাগিণী জয়জয়ন্তি—তাল সওয়ারি।

জলদ বরণ সুচিকণ শোভে তরুমূলে।
অধরে মুরলী দিয়ে রাধা রাধা রাধা বলে॥
কটি বেড়া পীত ধড়া, শিরে বাঁধা মোহন চূড়া,
তাহে নব গুঞ্জ বেড়া, শোভিয়াছে বনফুলে॥
ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে, ঈষৎ হেলিয়ে বামে,
টেঁড়চ্ নয়নের কোণে, চায় নারীকুলে॥
নয়ন-খঞ্জন নাচে, এতে কি অবলা বাঁচে,
যদু ভাবে হৃদি মাঝে, মিলা'ব যুগলে॥ ৩১

—০—

রাগিণী—বেহাগ—তাল আড়া।

আহা মরি কি হেরি শ্যাম নব জলধরে।
দেখিয়ে রূপ-মাধুরী নয়নে কি জল ধরে॥

শ্যামল সুন্দর কায়, চন্দন চর্চ্চিত তা'য়
ভৃগুপদ শোভা পায়, হৃদয়ে কৌস্তুভ ধরে॥
বর্হাপীড়িত চূড়া, সাজিতেছে বামে টেড়া
তা'তে বনফুলে বেড়া, আছে ধারে ধারে॥

চরণে চরণ দিয়ে, ললিত ত্রিভঙ্গ হ'য়ে,
ঈষৎ বামে হেলিয়ে মুরলী করে অধরে॥
পরিসর বক্ষস্থলে, সুশোভিত বনমালে,
মন্দ মন্দ তাহে দোলে, ধীর সমীরে॥

আজানু লম্বিত ভুজ, কান্তি জিনি সরসিজ,
যদু দেখে পদাম্বুজ, দুনয়নে নাহি ধরে॥ ৩২

রাগিণী—আলিয়া—তাল আড়া।

সখী সঙ্গে বিনোদিনী কৈতে ছিল কথা।
এমন সময় শ্যামের বাঁশী ডাকে রাধা রাধা রাধা॥
শুনিয়ে বংশীর ধ্বনি, চমকিত সব ধনি,
এমন মধুর ধ্বনি, শুনা যায় কোথা'॥

আজি গুরুজনার মাঝে, নাম ধ'রে বাঁশি বাজে,
ওগো সখি মরি লাজে, খেলে মোর মাথা
যত্ন বলে ভাব ক্যানে, এ সঙ্কেত কেবা জানে,
তুমি জান, শ্যাম জানে, আর জানে ত ললিতা। ৩৩

—০—

রাগিণী ঝিঁজিট—তাল একতালা।

ঐ শুনা যায় শ্যামের **মোহন** বাঁশরী।
নাম ধ'রে বাজে বাঁশী,
আমি আর তো ঘরে রইতে নারি॥
অতি সুমধুর ধ্বনি, হ'তেছে ঐ বংশী ধ্বনি,
তোরা কে যাবি গো ধনি, সঙ্গে আয় ত্বরা করি'॥
চল গো চল সজনি, অধিক হল রজনী,
দেখিব সে গুণমণি, বঙ্কে বংশীধারী॥
নিভৃত নিকুঞ্জ-বনে, চলিতে চঞ্চল মনে,
যত্ন বলে বাঁশী শুনে, নিকুঞ্জে চলিল প্যারী॥ ৩৪

রাগিণী—বেহাগড়া—তাল একতালা।

কুঞ্জে চলিল রাধা বিনোদিনী।
মুরলীর তান শুনি' হরি-বিরহিনী॥
শুনিয়ে সঙ্কেত-ধ্বনি, অভিসারে উন্মাদিনী
আপনা পাসরে ধনি, উলটয়ে বেণী॥:
কটিভূষা কণ্ঠে পরে, বলয় পদেতে ধরে,
কজ্জল কপালে পরে, কুরঙ্গ-নয়নী॥

যতেক বল্লভী নারী, চাঁদে যেন তা'রা ঘেরি,
বলে চল ধীরি ধীরি, গজেন্দ্রগামিনী ॥
পথে কুশাঙ্কুর আছে, পদে ভে বাজয়ে পাছে,
যদুনাথের হৃদি মাঝে লাগ্‌বে এখনি ॥ ৩৫

রাগিণী—দেশ-মল্লার—তাল একতালা।

চলিল রাধা বিনোদিনী শ্যাম দরশনে ॥
সঙ্গে সহচরী, চলে সারি সারি,
গতি মাধুরী, কুঞ্জ-কাননে ॥
গতি মন্থর ঠমকি ঠমকি, মঞ্জিরে বাজে ঝমকি ঝমকি,
নূপুরধ্বনি মাঝে মাঝে শুনি, কলয়ে মধুর তানে ॥
নব রঙ্গিনী সঙ্গে, পথে চলি' যায় রঙ্গে ভঙ্গে,
কমলিনীর কোমল গন্ধে ভৃঙ্গে গুঞ্জরে মধুপানে ॥
প্যারীচাঁদে ঘেরি' যত সখীগণ,
ঘন ঘন ডাকে কোথা' নবঘন,
কুঞ্জ-কাননে দেখিব মিলন, যদু-হৃদি-বৃন্দাবনে ॥ ৩৬

---

রণ-বাজনা চরণে নূপুর মঞ্জির,
রুণু রুণু বাজে অতি সুমধুর,
কঙ্কণে কঙ্কণ বাজে সপ্তস্বর,
মনোরথে রথী আরোহিল ॥

মত্ততা-তুরঙ্গ সুসংযত করি',
চাঞ্চল্যাদি সৈন্য রণ-কেশরী,
উন্মাদ সারথি রশ্মি করে ধরি',
কৃষ্ণ নামে ধ্বজা তুলিল ॥
ভ্রু-ভঙ্গ-ধনুক কটাক্ষ-বাণ,
মদনমোহনে করিতে সন্ধান,
ভুজ-পাশ কুচ শৈল সমান,
ইন্দ্রজাল সম কুন্তল ॥
মৃদু মৃদু হাসি সম্মোহন শর,
সঙ্গে ল'য়ে প্যারী হৈল অগ্রসর,
যদু ভণে রণে জিনিতে,
মত্ত-কুঞ্জরী মাতিল ॥ ৩৮

রাগিণী—খাম্বাজ—তাল একতালা

চন্দ্র বদনি কুরঙ্গ নয়নি ।
এস বলি, ধ'রে করেতে ।
কণ্টকের বনে, আইলে কেমনে,
কতনা বেজেছে পদেতে ॥
কমল-করেতে ধরিয়ে চরণ,
যমুনার জলে ক'রে প্রক্ষালন
রাধা পাদ-পদ্ম করি' নিরীক্ষণ,
পূজয়ে চূড়ার ফুলেতে ॥

ধড়ার অঞ্চল গলে দিয়ে শ্যাম,
রাধা-মন্ত্র পড়ি' জপে রাধা-নাম ;
রাধা নামে সাধা বাঁশীর গান,
বাজায় মোহন বাঁশীতে ॥
নাগর, কর যোড় করি' করে নিবেদন,
তব প্রেম-আশে গোষ্ঠে গো-চারণ,
শয়নে স্বপনে রাধা নাম স্মরণ,
যদু ভাবে সদা হৃদেতে ॥ ৩৯

রাগিণী—দেশ-মল্লার—তাল একতালা

একবার হের রে ও নিকুঞ্জ-বনে যুগল মাধুরী ।
দোঁহা-রূপ হেরি' **মত্ত শুক**-শারী,
আনন্দে নাচি'ছে **ময়ূর ময়ূরী** ॥
শ্যাম নব জলধরে, রাই-সৌদামিনী ঘেরে,
দেখে কোকিলে কুহরে, গুঞ্জরে ভ্রমর ভ্রমরী ॥
নিত্যরাগস্থলে দেখিয়া মিলন,
প্রেমানন্দে ভাসে সব সখীগণ,
নৃত্য গীত বাদ্যে হইয়া মগন, নাচয়ে মণ্ডলী করি'
যদু সখী-অনুগ হ'য়ে, যুগল পদ নিরখিয়ে,
সচন্দন সমর্পয়ে, তুলসী-মঞ্জরী ॥ ৪০

রাগিণী—বাহার—তাল মধ্য মান ঠেকা।

কি হেরি শ্রীবৃন্দাবনে আ-মরি মরি।
নবীন কিশোর শ্যাম নবীন কিশোরী॥
নবীন নিকুঞ্জবনে, নব নবীনামিলনে,
নবীন নবীন সখীগণে, নবীন মঞ্জরী।
নবীন কোকিল নবীন ডালে, নবীন স্বরে কৃষ্ণ বলে,
নবীন ভ্রমর নবীন ফুলে, নবীন মধু আরি॥
নবীন কিশোর কিশোরী, দেখে নবীন শুক সারী,
নবীন নবীন গান করি', যদু মনোহারী॥ ৪১

রাগিণী—আলিয়া—তাল আড়া।

নির্জ্জনে তোমারে বঁধু **করি নিবেদন**।
একে তো অবলা, সহজে সরলা,
তাহে গোপবালা, লয়েছি শরণ॥
তোমার প্রেমের জন্যে, সঙ্গে সব গোপ কন্যে,
সতত এই অরণ্যে, করি'হে ভ্রমণ॥
লাজ ভয় তেয়াগিয়ে, কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে,
ও শ্রীপদে প্রাণ সঁপিয়ে, বিকায়েছে মন॥
আমার এ দেহ প্রাণ, ও পদে করেছি দান,
যদু বলে রাধার শ্যাম, অঙ্গের ভূষণ॥ ৪২

রাগিণী—ভৈরব—তাল—একতালা।

বঁধু কি ক'ব তোমায়।
ননদী পাপিনী, কৃষ্ণ নাম শুনি,
যেন ভুজঙ্গিনী, দংশে আমায়॥
যদি কৃষ্ণ বলি আমি, বলে কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী,
কুটিলের কু-লাঞ্ছনে, গৃহে থাকা দায়॥
ব্যঙ্গ করে ছলে ছলে, যত কথা আমায় বলে,
জানাব হে কত বলে, বলা নাহি যায়॥
যদি যাই তমাল তলে, বলে ও কি কৃষ্ণ পেলে,
যদু বলে ভাল দিলে, কলঙ্ক রাধায়॥ ৪৩

রাগিণী.........তাল—আড়া।

তুমিতো নিদয় বঁধু করি নিবেদন।
অসময় বাজাও বাঁশী এ আর কেমন॥
যখন থাকি রন্ধনে, হয় তোমার বাঁশী শুনে,
নীরস কাষ্ঠ আগুনে, সরস তখন॥
কৃশানু কৃশাঙ্গ হয়, কলসী উলটি রয়,
নয়নেতে ধারা, না হলো রন্ধন॥
গুরুজনে দেয় লাজ, এই কি তোমার কাজ,
যদু বলে রসরাজ, রসিক সুজন॥

—

রাগিণী—ভৈরব—তাল—আড়া

তোমার মোহন বাঁশী দেও হে আমায়
ধরিব তোমার বেশ, কেমন দেখায় ॥
তুমি যে বাঁশীর গানে, ভুলাইলে গোপীগণে,
আমি সে মুরলী তানে, ভুলা'ব তোমায় ॥
পরিব আজ পীত ধড়া, বাঁধিব ঐ মোহন চূড়া,
মল্লিকা কলিকা বেড়া, দিব হে চূড়ায় ॥
নাগর হ'বে নাগরী, পর দেখি নীল শাড়ী,
শিরেতে বাঁধ কবরী, পাতা পর প্লায় ॥
দাঁড়া'ব ত্রিভঙ্গ হ'য়ে, অধরে মুরলী দিয়ে,
টেঁড়চ নয়নে চেয়ে, ভুলা'ব তোমায় ॥
আমি হ'ব বংশীধারী, তুমি হ'বে রাইকিশোরী
যদু প্রেমানন্দ করি, যুগলরূপ রূপ দরশন ॥

রাগিণী—ভৈরবী—তাল আড়া।

আমায় সাধনের বাঁশী দেও হে ফিরে।
রাধা নামে সাধা বাঁশী দিব না কা'রে ॥
নাগরী নাগর হ'লে, মনসাধ পুরাইলে,
চূড়া বাঁশী লুকাইলে, কিসের তরে ॥
যদু কহে মিনতি করি', শুন ওগো রাধা প্যারী,
শ্যাম বিনে এ বাঁশরী, কে ধরে অধরে ॥ ৪৬

রাগিণী—খাম্বাজ—তাল মধ্যমান—ঠেকা।

গুণময়ী রাধা কি গুণ ধরে।

যে জগতের মন হরে তা'র মন হরে॥
যোগী যা'রে পায় না ধ্যানে, সে লুণ্ঠিত শ্রীচরণে,
রাধার প্রেমে বৃন্দাবনে, গো-চারণ করে॥
অজভব ভাবে যা'রে, সে ভাবে প্রেমময়ীরে,
গুণময়ীর গুণ গানে, বাঁশী অধরে॥
আদ্যাশক্তি নারায়ণী, রমণীর শিরোমণি,
ভাব ব্রহ্ম সনাতনী, যদুর অন্তরে॥ ৪৬

রাগিণী........একতালা।

রাধা বিনোদিনী **কমলিনী**, কৃষ্ণের মনমোহিনী
আদ্যাশক্তিময়ী রাধা রমণীর শিরোমণি॥
রাই হেমজ বরণী, স্থিরতর সৌদামিনী,
কৃষ্ণ-প্রেম-আহ্লাদিনী, শ্যাম-সোহাগিনী;
বৃন্দাবন-বিলাসিনী, মহারাস-রঙ্গিনী।
যদু-হৃদি সিংহাসনে, বিরাজিত কৃষ্ণসনে,
রাধা-কৃষ্ণ দরশনে, জুড়া'ল নয়ন;
হেরি কিশোর কিশোরী, মন ভুলিল অমনি॥ ৪৮

—০—

## মান

রাগিণী—আলিয়া—তাল আড়া।

মানময়ি মান কর মাধবে মার্জ্জন।
ধরায় অধরান্বিত মন্মথ-মথন ॥
দেখে তব মানরাশি, পদানত কালশশী,
খসিয়াছে চূড়াবাঁশী, গলিত অঞ্জন।
পীতবাস দিয়ে গলে, লুণ্ঠিত ধরণীতলে,
মাকুরু মানিনী বলে, মলিন বদন ॥
যে পদে গঙ্গা উদ্ভব, অজভব দুর্ল্লভ,
সে পড়ে চরণে তব, কর কৃপাবলোকন ॥
**মান-মদে কমলিনী, হয়েছ কি চণ্ডালিনী ?**
পদেতে নীলকান্তমণি, হেরে কি হেরেলো নয়ন ॥
যা'র মানে মানিনী রাধে, সে প'ড়ে ধুলাতে কাঁদে,
যদুনাথ ধরে পদে, কর সম্বরণ ॥ ৪৯

রাগিণী আলিয়া—তাল আড়া।

মানিনী মানেতে ম'জে হারা'লি কি সব,
পায়ে ধ'রে সেধে কেঁদে গিয়েছে কেশব ॥
যতক্ষণ ছিলি মানে, পড়েছিল শ্রীচরণে,
চাইলি না নয়নের কোণে, বাড়া'লি গৌরব ॥

নয়নে বহি'ছে ধারা, যেন গঙ্গা শতধারা,
এ কেমন মান করা, দেখি অসম্ভব ॥
ত্যজিয়াছে পীতধড়া, খসায়েছে মোহন চূড়া,
নাহি নব-গুঞ্জ বেড়া, ব্রজের বৈভব ॥
মানে ম'জে ও রাধে, কাঁদাইলি কালাচাঁদে,
কে সাধিবে ধ'রে পদে, বাড়া'বে সম্মান ॥
না দেখিয়ে মানে ক্ষান্ত, ফিরে গেছে রাধাকান্ত,
যদু বলে হ'লে শান্ত, মিলিবে মাধব ॥ ৫০

রাগিণী..........তাল আড়া।

কি হ'ল কি হ'ল সখি কি হ'ল আমায়।
ছার মানে শ্যামধনে দিয়েছি বিদায় ॥
কি ছার মানের তরে, নাগর হ'য়ে পায়ে ধরে,
আমি না চেয়েছি ফিরে, ফিরে গেছে তা'য় ॥
না দেখিয়া শ্যামধন, অস্থির হয়েছে মন,
স্থির নহে এক ক্ষণ, কি করি উপায় ॥
কেবা যায় ত্বরা ক'রে, আনিতে শ্যাম নাগরে,
যদুরে পাঠা'লে পরে, আনিয়ে মিলায় ॥ ৫১

—০—

রাগ—জয় জয়ন্তি—তাল একতালা

এখন কেন প্যারী, কাঁদ করে ধরি'।
মানে হ'য়ে ভারী, বসেছিলে ॥
যখন করযোড়ে হরি, বল্লে বিনয় করি,'
ক্ষমা কর প্যারী, না চাহিলে ॥
পীতবাস গলে, প'ড়ে পদতলে,
রাধে ব'লে ভাসে, নয়ন জলে ॥
ক'রে গুরু মান, কল্লি অপমান,
না তুল্লি বয়ান, নাগর বলে ॥
শেষে কল্লি পণ, কালিয়ে বরণ,
দেখবো না কখন, এ প্রাণ গেলে ?
ছিল শ্যামাসখী তা'র কালরূপ দেখি'
কুঞ্জে নাহি রাখি', **বিদায় দিলি তা'রে**
মাথার কুন্তলে, কুঞ্জের তমালে,
চন্দন তাহে দিলে, কাল বলে ॥
যদি জান মনে মনে, শ্রীনন্দের নন্দনে,
না দেখে নয়নে, মনাকুলে ॥
কেন গো কিশোরী, কুঞ্জের বাহির করি',
দিলে বংশীধারী, যদু বলে ॥ ৫২ ।

রাগিণী—দেশ-মল্লার—তাল একতালা ।

রাধে, ধৈর্য্য ধর মতি আমি করি গতি,
দেখিব শ্রীপতি, কোথায় আছে ॥

দেখে তব মান, কুলিশ সমান,
হ'য়ে ম্রিয়মাণ কেঁদে গেছে ॥
রাজার নন্দিনী, শ্যাম-সোহাগিনী
হয়েছ মানিনী কি ভয় আছে ॥
বন উপবন, করিয়ে ভ্রমণ
শ্রীনন্দনন্দন, আনিব খুঁজে ॥
আমি সহচরী তব নাম স্মরি',
খুঁজিব শ্রীহরি বনের মাঝে ॥
ব্রজ ধুলি মেখে অঙ্গে, যদু যা'বে সঙ্গে
আনিতে ত্রিভঙ্গে, তোমার কাছে ॥ ৫৩

রাগিনী ...... তাল আড়া ।

যাও যাও ত্বরা করি', আনিতে গো বৃন্দে ।
শূন্যময় সব দেখি বিনা সে গোবিন্দে ॥
জগচ্চিন্তামণি-ধনে, না চিনিলাম তুচ্ছ মানে,
ম্রিয়মান বৃন্দাবনে, যত গোপ বৃন্দে ॥
যদি কিছু বলে মন্দ, তাহে না করিও দ্বন্দ্ব,
যাহাতে আসেন গোবিন্দ, ক'র গো বৃন্দে ॥
বিরজা বিহার জন্য, গোলক করিয়া শূন্য,
এসেছি এই বৃন্দারণ্য, শ্রীদামের দ্বন্দ্বে ॥

দ্বন্দ্ব হ'লে সন্ধ হয়, যদি লীলা সম্বরয়,
মানিনীর মান কোথা' রয়, ডুবি' নিরানন্দে ॥
কৃষ্ণগত যা'র প্রাণ, তার কি সাজয়ে মান,
যদু বলে মান অপমান, সে পদারবিন্দে ॥ ৫৪

রাগিণী—সুরট্‌মল্লার—তাল আড়া

মান করেছ খুব করেছ, ভাবনা কেন তা'য়।
এখনি আনিব শ্যামকে কথায় কথায় ॥
আমি বৃন্দে সহচরী, অ'মিলায় মিলাতে পারি,
পুন মিলা'য়ে হরি, ধরাইব পায় ॥
যা'ব আর আনিব তা'রে, বেঁধে তোমায় প্রেম-ডোরে,
গেলে কি থাকিতে পারে, না দেখে তোমায় ॥
যদু কহে ত্বরা করি', নিয়ে এস বংশীধারী,
বামে বসাইলে প্যারী, সব দুখ যায় ॥৫৫

---

রাগিণী—পরজ—তাল একতালা।

চলিল রাইয়ের দূতী শ্যাম অন্বেষণে।
বন উপবন, করিয়ে ভ্রমণ, না পেয়ে তখন চঞ্চল মনে ॥
খুঁজিয়ে শ্রীবৃন্দাবন, দেখে গিরি গোবর্দ্ধন,
না দেখিয়ে শ্যাম-ধন চিন্তে মনে মনে ॥

গো প্রিয় গোবিন্দ বটে থাকিতে পারে সে গোঠে,
দেখে রাধাকুণ্ডতটে ধরা শয়নে॥
ক্ষণে শয্যা ধরাতলে, ক্ষণে বসে তরুমূলে,
ক্ষণে রাধা রাধা বলে ক্ষণে অচেতনে॥
নাগরের এ দুর্গতি দূর হ'তে দেখে' দূতী,
চ'লে যায় শীঘ্রগতি যেন অন্য মনে॥
দেখিল নাগর, রাই দুতী অন্য পথে যায়,
দুতী ব'লে ডাকে তায়' মধুর বচনে॥
শ্যাম ডাকে নাম ধ'রে, দুতী দাঁড়াইল ফিরে,
বলি'ছে কোন গোঁয়ারে নাম ধ'রে বলে॥
যদু কহে যা'র জন্যে ভ্রমিছ এই অরণ্যে,
সে ডাকে করিয়ে মান্য মিলাও দুজনে॥ ৫৬।

রাগিণী...একতালা

বঁধু হে রাইয়ের কি দোষ ছিল।
তুমি ত করেছ দোষ তাইতে এত হ'ল॥
রাই মোদের রাজকন্যে তাহারে এনে অরণ্যে,
কাঁদাইলে কিসের জন্যে তাইতো কাঁদিতে হ'ল
তোমার সঙ্কেতে এসে সারা নিশি ছিল ব'সে,
তুমি না আইলে শেষে কুঞ্জে ফিরে গেল॥

নাগর নিদয় হ'য়ে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে,
আইলে নিশি বঞ্চিয়ে যাবক চিহ্ন প্রকাশিল ॥
সখীগণে উপেক্ষিয়ে কারো কথা না শুনিয়ে,
মানিনী মান বাড়াইয়ে নারীর পায়ে ধর্ত্তে হ'ল ॥
যা' হবা'র হয়েছে হরি ল'য়ে যা'ব সঙ্গে করি,
মিলাইব রাই কিশোরী, যদু বলে হ'ল ভাল ॥ ৫৭

রাগিণী—ললিত—তাল আড়া।

দেখ দেখ বিনোদিনি এনেছি বিনোদ রায় ॥
মানে অপমান হ'য়ে তবু তব গুণ গায় ॥
তোমার বিচ্ছেদ খেদে গিয়াছিল কেঁদে কেঁদে,
গিয়ে তব কুঞ্জতটে পড়িয়ে ছিল ধূলায় ॥
ধরায় প'ড়ে অধরা নয়নে গলিত ধারা,
যেন ফণী মণিহারা ছিল ততঃ প্রায় ॥
আমারে দেখিয়া হরি লোক-লজ্জা পরিহরি,
ব'লে কি পাঠালেন প্যারী পাইতে আমায় ॥
রাধা নামের নামাবলী অঙ্গে লিখে বনমালী,
রাধা রাধা রাধা বলি' ঝাঁপ দিতে যায় ॥
ধরিয়ে শ্যামের করে, এনছি এই কুঞ্জ-দ্বারে,
যদু বলে গেলে ফিরে, আনা হ'বে দায় ॥

রাগিণী—বাহার—তাল মধ্যমান—ঠেকা

কি শোভা নিকুঞ্জবনে কুঞ্জ-বিহারী।
যেন তড়িত জড়িত মেঘে বামে কিশোরী॥
দোঁহার বাহু দোঁহে জোড়া তমালে কনক বেড়া,
আধ বেণী আধ চূড়া আধ নীলাম্বরী॥
যুগল-মিলন হেরি নাচে ময়ূর ময়ূরী
সুমধুর তান ধরি' গাওয়ে কিন্নরী॥
রাধাকৃষ্ণ গুণ গানে উন্মাদিত সখীগণে
যত্ন দেয় সচন্দনে তুলসী মঞ্জরী॥৫৯।

রাগিণী—মল্লার—তাল একতালা।

কিবা শোভা বিনোদিনী নিকুঞ্জে বিনোদ রায়।
বিনোদিনী নাম বিনোদ বাঁশীতে বিনোদ বিনোদ গায়
বিনোদ নয়নে বিনোদিনী পানে বিনোদ বিনোদ চায়॥
বিনোদ গলায় বিনোদ মালা, দুলি'ছে বিনোদ বায়॥
বিনোদ মাথায় বিনোদ চূড়া বিনোদিনী নাম তায়॥
বিনোদ চরণে তুলসী চন্দন যত্ন দেয় দুই পায়॥ ৬০।

রাগিণী—বিভাষ—তাল একতালা

গিরিপুরে গৌরী আইল।
নূপুর কিঙ্কিণি সুমধুর ধ্বনি,
শুনে গিরি রাণী অমনি চলিল ।।
পুরবাসী নারী সঙ্গে ল'য়ে রাণী,
এলোকেশে ধায় যেন পাগলিনী,
এলে কি আমার প্রাণ-নন্দিনী,
ব'লে প্রেমানন্দে ভাসিল ॥
নাগর নাগরী চলে সারি সারি
উমা এলো ব'লে করে কর ধরি'
কেহবা লইল সুবর্ণের ঝারি
জলধারা দিয়া আনিতে ।।
কঙ্কণের ধ্বনি মঙ্গল বাজন
রাম রম্ভা তরু উরুর গঠন
নারীগণকুচ কলস স্থাপন
যত্নু সঙ্গে গৃহে প্রবেশিল ।। ৬১ ।

রাগিণী আলিয়া—তাল আড়া

আজি কেন ওমা উমা হ'লে গো এমন ।।
সজল নয়ন দেখি মলিন বদন ॥
সতত প্রফুল্ল আস্য সে মুখে না দেখি হাস্য
কেন হ'ল এ ঔদাস্য কিসের কারণ ।।

তুমি এলে গিরিপুরে আনন্দিত তিনপুরে
প্রেমানন্দ ঘরে ঘরে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
প্রভাত হইলে নিশি যদি আসেন কাশীবাসী
যদু তো পাঠা'বে না মা ভবের ভবন ॥

রাগিণী—আলিয়া—তাল আড়া

প্রভাত হ'ওনা আজ নবমী নিশি ।
ভব অবসানেতে আসিবে কাশীবাসী ॥
নবমীর অবসানে জামতা এসে ভবনে
ল'য়ে যা'বে উমাধনে হ'বে দুঃখরাশি ।
ভব আগমন হ'লে প্রাণ-উমা যা'বে চলে
কে ডাকিবে মা মা বলে অঙ্কে মোর বসি' ।
আমার অঞ্চল ধরে কেবা যাবে ঘরে ঘরে
যদু বলে মধুর স্বরে কে ডাকিবে হাসি' ॥৬৩ ।

# গীতাবলী

( শ্রীরাজকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রণীত )

রাগিণী—ললিত—তাল আড়া

এ দেহের গুমর কেন কর মন।
সার্দ্ধ ত্রিকোটী নাড়ী দেহের গঠন॥
দেহ মধ্যে যত নাড়ী ক্রিমিতে আছয়ে বেড়ি
পুরীষ মূত্রেতে পুরি সদা সর্ব্বক্ষণ॥
স্বভাবে দুর্গন্ধময় চর্ম্মে আবরণ হয়
এ শরীর নিত্য নয় অনিত্যে রমণ॥
তবে কেন যত্ন এত মায়াতে হয় মোহিত
মিছে মায়া কর ছেদ, ভাব শ্রীচরণ॥ ৬৪।

রাগিণী—বাগেশ্রী—তাল মধ্যমান।

মিছে কেন মায়াজালে বদ্ধ রে অবোধ মন
মৃগতৃষ্ণাসম সব ধন মান পরিজন॥
ত্যজ জাতিকুলমান, গাওরে বিভুর গান,
ভব পার হ'বি যদি, লওরে তাঁ'র শরণ॥
আমার যুকতি ধর, পাপ-পথ পরিহর,
ঈশ্বর-চরণপ্রান্তে, আত্মা কর সমর্পণ॥ ১

রাগিণী—বাগেশ্রী—বাহার—তাল একতালা

দেখ অলিগণ, ফিরে বনে বন,
করি'ছে চুম্বন, শিরীষ ফুলে ॥
তাকে রামাগণ, অতি মৃদুমন,
কাণের ভূষণ, করি'ছে তুলে ॥
কাণে হেরি ফুল আনন্দ অতুল,
ব'সে অলিকুল শ্রুতির মূলে ॥
তাহে নারী যত, হ'য়ে শশঙ্কিত
ফুল সুশোভিত, রাখি'ছে চুলে ॥ ২

রাগিণী—বাগেশ্রী—বাহার—তাল একতালা

যে চুত মঞ্জরী, মধু ভরে ভারী,
আছিল তোমারি, মনের মতন ॥
সে চুতে ভুলিবে কেমন করিয়ে,
কমল চুম্বিয়ে দিলে তা'রে মন ॥
ভালবাস মধু কেবল নতুন ।
ফিরে নাহি দেখ চুত পুরাতন ॥
মধুকর তোরে করিরে বারণ ।
এমন ব্যাভার কোরোনা কখন ॥৩

রাগিণী—বাগেশ্রী—বাহার—তাল একতালা

নিঃস্ব চাহে শত, শতী দশ শত,
দশধিপ চাহে লক্ষটি রতন ॥
লক্ষ টাকা পেয়ে সন্তুষ্ট না হ'য়ে
ভাবে কবে হ'ব পৃথিবী-পালন ॥
বসুমতী-পতি হইয়া তখন ।
ভাবে কবে ল'ব ইন্দ্রের ভুবন ॥
ইন্দ্রপদ যবে করিল গ্রহণ
তখনও সন্তুষ্ট নহে তা'র মন ।
ইন্দ্র বিষ্ণুপদ করয়ে যাচন ।
হরি শিবপদ করেন কাঞ্চন ॥
সবে করে দেখ আশার সাধন ।
আশাপারে কেহ না করে গমন ॥ ৪

রাগিণী—বেহাগ—তাল আড়া

তুমি বড়ই নিঠুর ।
তোমাকে দিয়াছি মন, সুখের যৌবন ধন;
তোমার বিহনে দেখি সংসার অসার ॥
প্রথম মিলন কালে কত কথা বলেছিলে,
সে সকল ভুলে গেলে কপাল আমার ॥

আমি চাই যা'র পানে সে চায় অন্যের পানে,
মুখেতে পড়ুক ছাই বিধাতা তোমার ॥
শুনিয়া কুমার বলে বক্ষ ভাসে অশ্রুজলে
প্রেমিরে না ভালবেসে এ দুখ তোমার ॥৫

রাগিণী—বেহাগ—তাল আড়া

কোথায় পাইলে হেন দারুণ নিদয় মন।
সর্ব্বনাশ কর তা'র তোমাকে যে দেয় প্রাণ ॥
হেন ধারা কে শিখালে কেবা মোর মাথা খেলে
ক্ষমা কর প্রাণনাথ কর ক্রোধ নিবারণ ॥
এক বিন্দু জলকণা কোরোনা কৃপণপনা,
করে ধরি জলধর চাতকীরে কর দান ॥
যে অবধি প্রাণসখা সঙ্গে নাহি হয় দেখা,
দক্ষিণ মলয় বায় করে অগ্নি বরষণ ॥
কিরূপে যন্ত্রণা আমি পাইয়াছি জান তুমি,
করিতে না তাহা হ'লে নিষ্ঠুর কাজ এমন ॥ ৬

রাগিণী—আলিয়া—তাল আড়া।

হৃদয় বিদীর্ণ হ'ল ভাবিয়ে ভাবিয়ে রে।
মৃতপ্রায় হইয়াছি সে কথা শুনিয়ে রে ॥

না হেরিব সে নয়ন না শুনিব সে বচন ॥
তা'র মধুমাখা কথা সঙ্গে তা'র গেছেরে ॥
কাব্য-শাস্ত্র আলাপন করিয়াছি বিসর্জ্জন,
তেমন কি সুখ-দিন আসিবে ফিরিয়ে রে ॥
বসিয়ে গঙ্গার তীরে মনেতে কি পড়ে ফিরে,
গঙ্গার হিলোল সখে হেরে সুখী হ'য়ে রে ॥
গলে হাত জড়াইয়ে কোলে তোর মাথা দিয়ে,
সুখেতে কেটেছে কাল কত কথা ক'য়ে রে ॥
পূর্ণিমার রাত হ'লে মাঠেতে যাইয়ে চ'লে
চাঁদ পানে মুখ ক'রে পুলকিত হ'য়ে রে ॥
ভক্তি কণ্টকিত কায়ে অতি গদগদ হ'য়ে'
করিয়াছি বিভুগান দুজনে মিলিয়ে রে ॥ ৭

রাগিণী—ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান—ঠেকা।

মন-দুখ মনেতে নিবাই,
সহিতে এ দুঃখভার আর পারি নাই।
এ অভাগীজনে যমে নাহি টানে,
জলন্ত অনলে আমি ঝাঁপ দিতে চাই ॥
একে ত বসন্ত কাল তাহে ডাকে পিক কাল,
মরি মরি প্রাণ গেল কা'র পানে চাই ॥

যদি পাই মনোমত পূজি তা'রে অবিরত,
প্রেম-ফুল দিয়ে কত হৃদে দিই ঠাঁই । ৮

রাগিণী—ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান—ঠেকা।

নয়ন-চকোর তোর,
কোথায় পেয়েছে হেন বিষময় শর।
লোকে বলে তোর দৃষ্টি করে গায়ে সুধা-বৃষ্টি,
নয়ন-ভঙ্গীতে মোর তনু জর জর ॥
বলি ওরে সুলোচনা এমন নিষ্ঠুরপণা,
কোরোনা কোরোনা প্রিয়ে মাথা খাও মোর ॥
বলি ওরে শুন লো প্রিয়ে কেবল তোরে ভাবিয়ে,
শরীর হয়েছে জীর্ণ অস্থি চর্ম্ম সার ॥ ৯

রাগিণী—খাম্বাজ—তাল আড়া।

মনের দুঃখেতে সখি দিবা নিশি ঝুরে মরি,
কিবা করি বলনা মোরে যন্ত্রণা সহিতে নারি ॥
প্রাণনাথ কি ভাবিয়ে বারেক না দেখে চেয়ে,
কি দোষ করেছি সখি বল না প্রকাশ করি' ॥

সেই তোর চন্দ্রমুখ, বলিতে বিদরে বুক,
কেন বা মলিন এত কিছু না বুঝিতে পারি ॥
অসার সংসার ছার এই কথা মুখে তাঁ'র,
এমন বয়সে একি দেখ না মন্ত্রণা করি ॥
আমি নারী অভাগিনী পতি কুলে বিরহিনী,
এখনি মরিব আমি দাও না আনিয়ে ছুরী ॥ ১০

রাগিণী—লুম্‌—তাল আড়া।

( বল ) কেমন কোরে,
এতদিন ভুলেছিলে গো,
বাঁচিলাম কি মরিলাম বিচ্ছেদ জ্বরে।
তব চন্দ্রমুখ হেরে চক্ষে হর্ষ-বারি ঝরে
সন্তোষ নাহিক ধরে মন-ভিতরে ॥ ১১

রাগিণী—আলিয়া—তাল আড়া।

সে কথা ভাবিলে প্রিয়ে ধৈরয না ধরে প্রাণ।
অসহ্য যাতনা মোরে বিধাতা দেয় দ্বিগুণ ॥
বলিতে কি লজ্জা মোর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা আর,
সহিতে না পারি প্রিয়ে না দেখে তব আনন ॥

সেই রাত পূর্ণিমার মনেতে কি পড়ে তোর
হৃদয় ফাটিয়া যায় করিলে তাহা স্মরণ ॥
মনের কবাট খুলে কত কথা বলেছিলে,
মৃদু মৃদু হাস্য ক'রে অঞ্চলে ঝাঁপি' বদন ॥
সেই মোর সুখদিন মনে পড়ে অনুক্ষণ'
তোমার অঞ্চল আর সুধাসম সে বচন ॥

রাগিণী—খাম্বাজ—তাল আড়া।

গজেন্দ্র গামিনী, রাধা বিনোদিনী,
যায় কুঞ্জবিহারী ভেটিতে।
গতি মাধুরী, চলে ধীরি ধীরি,
করে ধরি' যায় ললিতে ॥
রাইয়ের পাদ-পদ্ম অতি কোমল,
কঠিন মাটিতে চলিতে
বিশাখা পাতিয়ে নলিনীর দল
ফুল ফেলি' যায় পথেতে ॥
পৃষ্ঠদেশে শোভে বেণীর দুলনি
জ্ঞান হয় যেন কাল-সাপিনী,
গণ্ড স্থলে অলকাশ্রেণী, কিবে সে চাঁচর চুলে।
কে পারে বর্ণিতে শ্রীমুখমণ্ডল,
মুখের তুলনা সে মুখমণ্ডল,

কুণ্ডলে শোভিত শ্রুতি-যুগল,
গজমতি দোলে নাসাতে ॥
নয়ন নীল নলিনীদল, বেষ্টিত তাহে রক্তোৎপল
কিবা সুশোভিত নয়নে কজ্জল, সিন্দুরবিন্দু ভালে ॥
কুন্দ-কুসুম দশন ভাতি, মুক্তাফল জিনিয়া পাতি,
বিম্বাধরে মৃদু মৃদু হাসি, গোপীনাথের মন ভুলা'তে
গভীর নাভি ত্রিবলী তা'য়,
ক্ষীণ কটি দেখে কেশরী লুকায়,
নিতম্বের তরে হেলে দুলে যায়, কুঞ্জরবরগামিনী ॥
পদতলে নব রবির আভা,
নখছলে দ্বিজরাজের শোভা
যদুনাথের এই মনোলোভা,
সদা দেখি হৃদি মাঝেতে ॥ ২৭

রাগিণী—খাম্বাজ—তাল একতালা।

নিভৃত নিকুঞ্জবনে বাজিল ॥
সুমধুর ধ্বনি, শুনি' বিনোদিনী,
কৃষ্ণ-প্রেমাধিনী, অমনি সাজিল ॥
মন্মথ-মথন-মন, করিতে জয়,
অঙ্গে তুলে ল'য়ে রণসজ্জা সমুদয়,
গুরু গঞ্জনে প্যারী নাহি করি' ভয়,
ধ্বনি অনুসারে চলিল ॥

# সামাজিক ইতিহাস

## খানাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজ।

### রাধানগর—সর্ব্বাধিকারী

রত্নেশ্বর, যাজপুরের নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুর হইতে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের চৌধুরীদের উদ্যোগে রাধানগরে আনীত হন। চৌধুরীরা রত্নেশ্বরকে সর্ব্বপ্রধান কুলীন জ্ঞানে অনুনয় পূর্ব্বক এখানে আনয়ন করেন। কৌলীন্য-মর্য্যাদায় তিনি সর্ব্বাধিকারী হন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কাশীশ্বর ও তৃতীয় জগন্নাথ, রাধানগরের উড়িয়া অধিকারীদের পূর্ব্বপুরুষ। কারণ, তাঁহাদের পত্নীরা উৎকল নিবাসিনী ছিলেন (১)। রত্নেশ্বরের জ্যেষ্ঠ তনয় বিশ্বেশ্বর।

বিশ্বেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কৃষ্ণকিঙ্কর। কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যথার্থই তিনি কৃষ্ণকিঙ্কর হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানের নাম নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আনন্দ সম্ভোগ করিতেন। কেননা, এই বংশ, আবহমানকাল বিষ্ণুভক্ত। একারণে তাঁহারা বিষ্ণুর পদাশ্রিত হইতে কামনা করিতেন। তাঁহাদের কোন বিবরণই আমাদের করগত হইল না। নিত্যানন্দ

(১) গতবারে ভ্রম বশতঃ লেখা হইয়াছিল—রত্নেশ্বরের নিবাস কটকে ছিল। আর এক ভুল হইয়াছে, যথা—রত্নেশ্বর, রাধানগরে স্বেচ্ছাক্রমে আগত হন নাই, তাঁহাকে কৃষ্ণনগরের চৌধুরীরা কন্যাদান করিবার নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছিলেন।

"শীতলানন্দ" নামে শালগ্রাম শিলা স্থাপন করেন। ঐ শিলা, নিত্যানন্দের উভয় পুত্রই পাইয়াছিলেন। যে হেতু, উহা তাঁহাদের পিতৃদেবের কৃত। নিত্যানন্দের অপত্য-ত্রয়ের মধ্যে এখানে জ্যেষ্ঠ জনমেজয় ও তৃতীয় বা সর্ব্বানুজ রামনারায়ণের নাম লিখিত হইল। জনমেজয় ও তৎপুত্রাদি "বড়বাড়ী" এবং রামনারায়ণ ও তৎসন্তানগণ "ছোট বাড়ী" নামে খ্যাত। জ্যেষ্ঠতা ও কনিষ্ঠতা হেতু ঐ নামকরণ হইয়াছিল। জনমেজয়ের পুত্র রাজনারায়ণ। তৎ পুত্র শ্রীনাথ। শ্রীনাথের রাধানাথ, দীননাথ ও কৃষ্ণনাথ নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা ও তাঁহাদের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ—সকলেই কায়স্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন। দীননাথ মুন্সেফী করিতেন।

রামনারায়ণ।—তিনি স্বয়ং বিদ্যার্থী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহারই প্রযত্নে রাধানগরে পার্সী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তথায় স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা, পারস্য ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত বিদ্যালয়, তৎকালে "মুন্সীচালা" নামে বিখ্যাত ছিল। রামনারায়ণ, নিজে উত্তম পার্সী জানিতেন। পার্সী রচনায় তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার জন্মিয়াছিল। এই দুই কারণে তাঁহার "মুন্সী" খ্যাতি প্রচলিত হইয়াছিল। সুতরাং "বসু" ও "সর্ব্বাধিকারী" গৌরব-জনক এই উপাধি-দ্বয় ব্যতিরেকে মহাশ্লাঘনীয়, বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশক "মুন্সী" এই বাঞ্ছনীয় উপনামে তিনি বিভূষিত হইয়া সমাজে বিশেষরূপ গণ্যমান্য হইয়া উঠিলেন। আভিজাত্য বর্দ্ধনেও তাঁহাকে শিথিলপ্রয়াস হইতে শোনা যায় নাই। তিনি কৌলীন্য-কাণ্ডে সম্মান বর্দ্ধনের কারণ 'নবরঙ্গ' কুল করেন।

তদবধি তাঁহার নিম্নতন তনয়গণ, ঐ মহত্ত্ব পরিচায়ক উপাধিতে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। তিনি দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন; ১১৫৩ সাল হইতে ১২৩৩ সাল পর্য্যন্ত ৮০ বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইহা মনুষ্যের পুণ্য প্রতাপের এক বিশেষ লক্ষণ। "রাধাকান্ত" ও "রাধিকা" বিগ্রহ, তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তিনি ঐ দেবতার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, উহা তাঁহার আমলে সম্পূর্ণ হয় নাই।

নিত্যানন্দ সর্ব্বাধিকারীর দুই বিবাহ। তন্মধ্যে প্রথমা স্ত্রী হইতে জনমেজয় ও প্রতাপনারায়ণ এবং দ্বিতীয়া স্ত্রী হইতে রামনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। রামনারায়ণের বিমাতা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রতি ক্রমাগত অসদ্ব্যবহার করিতেন; পরিশেষে তাঁহার যখন বয়ঃক্রম ১৮।১৯ আঠার বা উনিশ বৎসর তখন তিনি তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। রামনারায়ণ কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পিতৃ-ভবনের অনতিদূরে একটী বিল্ববৃক্ষমূলে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় কিয়দ্দিবস বাস করেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে তাঁহাদের কুলগুরু নিত্যানন্দের বাটীতে পদার্পণ করেন। এবং প্রসঙ্গচ্ছলে রামনারায়ণের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার সহিত সেই কুটীরে সাক্ষাৎ করেন। তিনি গৃহ তাড়িত রামনারায়ণের মুখে সমস্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছি এক বৎসরের মধ্যে তুমি এইখানে অট্টালিকা প্রস্তুত করিবে। তাহা যদি না পার তাহা হইলে আমি আর শিষ্যদের নিকট মুখ দেখাইব না।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন। রামনারায়ণের অসাধারণ

গুরুভক্তি ছিল, তিনি তাঁহার বাক্য, ভগবদ্বাক্য স্বরূপ গ্রহণ করিলেন এবং কিসে গুরুর আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ না হয়, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে চিন্তা করিলেন রাজধানী কলিকাতায় যাইয়া অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইবেন। সেখানে আসিয়া খিদিরপুর বাসা লইলেন। প্রথম প্রথম অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দিন কাটিতে লাগিল। তাঁহার বাসায় একটি করঞ্জা গাছ ছিল; সেই করঞ্জাই তখন তাঁহার একমাত্র ব্যঞ্জন হইত। এইরূপে অতিকষ্টে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। কিন্তু তিনি আপনার অধ্যবসায়ে এ সমস্ত বাধা দিন দিন অতিক্রম করিতে লাগিলেন। হিন্দী, উর্দ্দ, পার্সী ও আরবী ভাষায় তিনি অল্প বয়সেই সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা বার্ত্তা এতদূর বুদ্ধি-বিদ্যা-পরিচায়ক অথচ সরলতা পরিপূর্ণ ছিল যে, অল্পকাল মধ্যেই তিনি তত্রত্য সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভূকৈলাসের রাজগণ, যাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, সেই গৌরশঙ্কর ঘোষাল মহাশয় তখন খিদিরপুরে বাস করিতেন। তিনি রামনারায়ণের কার্য্যপটুতার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এক সরকারের পদ দেন। রামনারায়ণ ইহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। যে গুণে রথ চাইল্ড ও রামদুলাল সরকার তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষের প্রিয় হইয়াছিলেন, সেই সত্যপরায়ণতায় ও বিচক্ষণতা-গুণে রামনারায়ণ মুন্সী, নিয়োগ কর্ত্তা প্রভুকে চির ঋণে বদ্ধ করিয়াছিলেম। ঘোষাল মহাশয় দিন দিন তাঁহার পদবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং অল্পদিন মধ্যেই তাঁহাকে তাঁহার সমুদয় বিষয়ের তত্ত্বাবধারনের ভায় দিলেন। এই সময়ে উক্ত জমিদার তাঁহার

কোন জ্ঞাতির সহিত মোকর্দ্দমা-জালে এরূপ জড়ীভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বিষয় পুনরুদ্ধারের অল্প আশাই ছিল। রামনারায়ণ বিষয়ের ভার স্বহস্তে লইয়া, অপরিমিত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে অল্পকালের মধ্যেই স্বীয় প্রভুর সমস্ত বিষয় উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। তিনি এই হিতকারী কার্য্যের জন্য গৌর শঙ্কর বাবুর নিকট কিছুই প্রত্যাশা করেন নাই। আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছি ভাবিয়াই, সুখী হইয়াছিলেন। ঘোষাল মহাশয়, যখন তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ কয়েক সহস্র মুদ্রা ও একখানি তালুক দিতে চাহেন, তখন ইহা লইতেই তিনি প্রথমে কিছুতেই সম্মত হন নাই। তৎপরে অনেক নির্ব্বন্ধের পর এই পুরস্কার গ্রহণে বাধ্য হন। এরূপ নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রতিপালন অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভাবেন, অসদুপায় ব্যতীত অর্থোপার্জ্জন করা যায় না, তাঁহারা একবার রামনারায়ণের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করুন। তিনি এই কয়েক সহস্র মুদ্রাকে মূলধন করিয়া আপনার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে লাগিলেন। এরূপ ঘটিতে লাগিল, তিনি মৃত্তিকায় হস্তার্পন করিলে, তাহা স্বর্ণ হইতে লাগিল। নিলামে যে তালুক বা জমিদারী তিনি ক্রয় করিবেন মনে করিতেন, তাহাই অল্প মূল্যে ক্রয় করিতে পারিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল,—গুরুর আশীর্ব্বাদ ভিন্ন তাঁহার এই শ্রীবৃদ্ধির আর অন্য কোন কারণ ছিল না। সেই অমিত-তেজস্বী বেদান্ত বিশারদ গুরুর শ্রীচরণারবিন্দে অকপট ভক্তি স্থাপন করিয়া তিনি অবিলম্বেই রাধানগরে পূর্ব্বোক্ত বিল্ব-তরু-মূল প্রদেশে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। অদ্যাপি তাহার অধিকাংশই বর্ত্তমান আছে। খিদিরপুরে যে ভূমিখণ্ড এখনও মুন্সীর বাগান

নামে অভিহিত, তাহা তাঁহারই সম্পত্তি ছিল এবং তাঁহারই নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ঘোষাল মহাশয়ের পুত্রাদির শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন এবং নিজে অসাধারণ বিদ্যাবান্ ছিলেন বলিয়া মুন্সী উপাধি প্রাপ্ত হন। এইজন্য খিদিরপুরে উল্লিখিত স্থানকে মুন্সী বাগান কহে। অল্পদিন মধ্যে তিনি একজন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার হইয়া উঠেন। উড়িষ্যাস্থ সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথপুরের জমিদারী তিনি ক্রয় করেন। যাঁহারা অর্থোপার্জ্জনে অধিক লিপ্ত থাকেন, তাঁহারা সচরাচর কৃপণ স্বভাব ও স্বার্থপর হইয়া উঠেন। কিন্তু রামনারায়ণের সেরূপ স্বভাব ছিল না। অর্থোপার্জ্জন করাই তাঁহার মুল উদ্দেশ্য ছিল না। অর্থ থাকিলে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুবিধা হয়, এইজন্যই তিনি অর্থোপার্জ্জন করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটি বিবৃত করিলাম। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পিতা শ্যামকান্ত রায়ের সহিত তাঁহার অত্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল। উভয়ের সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ ঘটিত। একদা যখন খানাকুলের জমিদারী নিলামে উঠে, তখন রায় মহাশয়, রামনারায়ণকে কহিলেন, দেখ সাঙ্গাৎ! তুমি যে জমিদারী লইবে মনে কর, তাহাই লও। কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা এই জমিদারীটি আমার হয়'। ইহাতে উক্ত সর্ব্বাধিকারী এই উত্তর করিলেন 'আমার স্বগ্রামস্থ জমিদারী লইতে প্রথমাবধি অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু তুমি আমার সাঙ্গাৎ ও ব্রাহ্মণ। তুমি যখন বলিতেছ, তখন ইহা তোমারই হইবে। নিয়মিত দিনে নিলামের সময় রায় মহাশয় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। রামনারায়ণ উক্ত বন্ধুর নামে উক্ত জমিদারী ক্রয় করেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহাকে এবিষয় জ্ঞাত করান। তিনি ইহার মুল্য শুনিয়া বসিয়া

পড়েন। 'এত টাকা কোথা পাইব, তবে তুমিই লও' এই কথা বলেন। রামনারায়ণ তাঁহাকে কহেন 'তুমি যখন ইহা লইবে বলিয়াছিলে, তখন আমি ইহা কিছুতেই লইব না; তুমি এখন ইহা লও; তোমার হস্তে যখন অর্থ আসিবে তখন আমায় ইহার মূল্য দিও'। রায় মহাশয় তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং ভগবৎ প্রসাদে অল্পকাল মধ্যেই আপন ঋণ পরিশোধ করেন। কেমন অকপট বন্ধুতা।

রামনারায়ণের দয়ারও সীমা ছিল না। তিনি যে কত অনাথ ও দরিদ্রকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং সাধারণের উপকারের জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। খিদির পুরে ওয়াটগঞ্জ হইতে মুন্সীর বাগান পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে তাহা তাঁহারই ব্যয়ে প্রস্তুত। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইহার মূল্য দিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'লোকে কত পুষ্করিণী, কত দিঘী সাধারণের উপকারের নিমিত্ত খনন করাইয়া দেয়, আর আমি এই সামান্য এক রাস্তা দিয়া তাহার মূল্য লইব?'

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা, দান প্রভৃতি কুলীনের সকল লক্ষণই রামনারায়ণে বর্ত্তমান ছিল; তৎকালের কুলীনদিগের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন। সর্ব্বজন প্রশংসনীয় নবরঙ্গের কুল করিতে তিনি প্রচুর অর্থব্যয় ও অপরিসীম পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, এই নবরঙ্গী হইতে হইলে অন্ততঃ নয়টী সন্তান থাকা চাই এবং তাহাদের প্রত্যেককে উচ্চকুলে বিবাহ দিতে হয়। এই সন্তানের জন্য রামনারায়ণকে পাঁচটী বিবাহ করিতে হয়। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও ছয় কন্যা হয়। এ কার্য্যে অনেক অর্থ ব্যয়ের আবশ্যক,

হয়ত প্রার্থনীয় কুলীন পাওয়া গেল কিন্তু তিনি নিঃস্ব। এরূপ পাত্রে কন্যাদান ্তি গর্হিত বিবেচনায় তিনি জামাতৃগণের ভরণোপযোগী ভূমি ও অর্থ দান করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার প্রায় সার্দ্ধ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তিনি এরূপ উচ্চদরের কুলীন ছিলেন যে, তাঁহার সহিত কুটুম্বিতা করিতে দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিতে লাগিল। শোভাবাজারের রাজগণের প্রথম রাজা নবকৃষ্ণ, তাঁহার পুত্রের জন্য রামনারায়ণের এক ভগ্নীকে দান প্রার্থনা করেন। তিনি দেখিতে অতি কুৎসিতা ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে পুত্রবধূ করিয়া নবকৃষ্ণ আপনাকে সার্থক জ্ঞান করেন।

পশ্চাল্লিখিত ঘটণা হইতে রামনারায়ণের তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। একদা জমিদারির কর দিবার সময় উপস্থিত হইলে, তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র মদন মোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার নিকট ১০,০০০ দশ হজার টাকা পাওয়া যাইতে পারে কিনা? মদন মোহন দিতে স্বীকৃত হইয়া শ্বশুরালয়ে (শোভাবাজারের রাজ বাটীতে) গমন করেন। সেখানে তহবিলে তাঁহার নিজের অর্থাদি থাকিত। তথা হইতে দ্বারবান সঙ্গে লইয়া দশটি তোড়া করিয়া এই দশ সহস্র মুদ্রা পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। রামনারায়ণ দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, 'জামাই বাবু এই টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহা শুনিয়া তিনি টাকার তোড়াগুলি পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং কহিলেন 'তোমাদের জামাই বাবুকে এই টাকা ফেরৎ দিও'। তৎপরে নায়েব দিগকে কহিলেন—'এক কপর্দ্দক কর দিও না, সমস্ত জমিদারী নিলাম হইয়া যাক্'। মদন মোহন প্রভৃতি পুত্রগণ পিতার নিকট করজোড়ে

ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে রঘুনাথপুর প্রভৃতি কতিপয় উৎকৃষ্ট জমিদারী বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। বাকী জমিদারী গুলি পুত্রদিগের অনুরোধে তিনি রাখিয়াছিলেন।

এইরূপ তেজস্বিতা, উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত রামনারায়ণ তাঁহার দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার মদন মোহন, মথুরা মোহন, গোপী মোহন, শ্যাম ও গুরুদাস এই ৫ পাঁচ সন্তান।

মদনমোহন (২)—সদর আলা হইয়াছিলেন। সদর আলার কার্য্য, বাঙ্গালীর পক্ষে তখনকার সর্ব্বপ্রধান বিচার কার্য্যের পদবী ছিল। এখন যাহা সবর্ডিনেট জজিয়তি নামে খ্যাত, তাহাই সদর আলা নামে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। তিনি যে পুত্রের জন্মদাতা সে পুত্রও বিখ্যাত। সেই পুত্রের নাম সীতানাথ, এই সীতানাথই "রাজা" উপাধি-খ্যাত হইয়াছিলেন, ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নয়। এখন যেমন উপাধির ছড়াছড়ি, তখন তেমন ছিল না। এখন উপাধি পাইবার জন্য যেমন দৌড়াদৌড়ি পড়িয়া গিয়াছে, তখন সে ভাব ছিল না। এই কথাগুলি অনুধাবন করিলে, পাঠকগণ সীতানাথের "রাজা" উপাধি প্রাপ্তির গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইনিই স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষণজন্মা স্বনাম বিখ্যাত প্রসন্ন-কুমারের বিদ্যাশিক্ষার্থে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। ইনি পার্সীতে সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। নবাব-সরকার হইতে রাজোপাধি-ভূষিত হইয়াছিলেন। (৩)

(২) তিনি প্রথমে নাটোরে প্রধান সদর আমিন ছিলেন, পরে সদর আলা হন।

(৩) মুরসিদাবাদের নবাব সংসারে তিনি কর্ম্ম করিতেন।

২৪ মথুরামোহন

২৫ যদুনাথ | বৈকুণ্ঠনাথ | ব্রজনাথ | কেদারনাথ

(২৫ যদুনাথের পুত্রগণ)

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী | সূর্য্যকুমার (ডাক্তার) | আনন্দকুমার | রাজকুমার* | অক্ষয়কুমার | অমৃতকুমার | অনন্তকুমার | উপেন্দ্রকুমার

(আনন্দকুমারের পুত্রগণ)

জ্যোতিঃপ্রসাদ এম-এ, বি-এল, | কিরণপ্রসাদ বি-এ (অনার) | অরুণপ্রসাদ ইত্যাদি।

(সূর্য্যকুমারের পুত্রগণ)

সত্যপ্রসাদ (ডাক্তার) | দেবপ্রসাদ এম-এ, বি-এল, এটর্ণী। | কৃষ্ণপ্রসাদ এম-এ, বি-এল, হাইকোর্ট উকীল। | সুরেশপ্রসাদ এম-ডি | নগেন্দ্রপ্রসাদ বি-এ, | বিনয়প্রসাদ বি-এ, ইত্যাদি

---

* ইঁহার বৃত্তান্ত ও উপাধি-সমূহের বিষয় ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠায় পাঠ কর।

মথুরামোহন—রামনারায়ণ মুন্সীর দ্বিতীয় তনয়। তিনিও পিতৃদেবের সদৃশ দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ৭৫ পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার দেহোপরম ঘটে। তিনি ১১৭৯ এগার শ উন আশী সালে জাত ও ১২৫৪ বার শ চুয়ান্ন সালে মৃত হন। তিনি জ্যেষ্ঠ পৌত্র প্রসন্নকুমারকে "আনন্দময় পুরুষ" বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার এই দূরদর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। তাঁহার জন্মদাতা রামনারায়ণ মুন্সীর আমলে যে দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, তিনিই তাহার নির্ম্মাণ নিঃশেষ করেন। মন্দির শিরোদেশে যেরূপ ক্ষোদিত আছে তাহা এই,—

৺রাধাকান্ত<br>
দেব ঠাঙ্গর জিউর<br>
শ্রীমন্দির ১৭৬২<br>
সকে সমাপ্ত হইল<br>
সন১২৪৭ সাল ৩০ কার্ত্তীক

যে ছত্র যেমন লেখা আছে, এখানে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল। অধিক কি বর্ণাশুদ্ধি ও ঠিক্ লিখিয়া দেওয়া গেল। তৎকালে "ঠাকুর" শব্দের বর্ণ-যোজনা কালে "ঠাঙ্গর" লেখা চলিত, পাঠক তাহা লক্ষ্য করুন।

তাঁহার যদুনাথ, বৈকুণ্ঠ নাথ, ব্রজনাথ ও কেদার নাথ এই ৪ চারি সন্তান। তিনি তিন ৩ দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথম দুই আত্মজ, প্রথমা প্রিয়তমার গর্ভ-সম্ভূত; তাঁহার পিত্রালয় পেনিটির ঘোষ বাটী। তাঁহারা এখন কেহই জীবিত নাই। বৈকুণ্ঠনাথ যদুনাথের অনুজ হইলেও, যম-সদন-গমনে অগ্রগামী হন। শক্তিশেলে মৃত লক্ষ্মণের বিয়োগে ব্যথিত শ্রীরামচন্দ্রের

সদৃশ যদুনাথের শোচ্য অবস্থা ঘটিয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপোক্তি এই—

ধনুষি নিপুনশিক্ষা, বেদমন্ত্রে চ দীক্ষা,
জনকনৃপতি-গেহে, চাগ্রতো মে বিবাহঃ।
ভৃশমনুচিতমেবং, লক্ষ্মণোল্লঙ্ঘনং তে,
শমন-ভবন-যানে, যত্তবানগ্রগামী॥"

* রামচন্দ্র এইরূপ বলিয়াছিলেন, ভাই লক্ষণ! আমি তোমার অগ্রে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, বেদ-মন্ত্রে তোমার দীক্ষা হইবার পূর্ব্বেই আমি তাহাতে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, প্রথমে আমার বিবাহ হইয়া তৎপরে তোমার বিবাহ হয়। এ সকল কার্য্যেই আমি অগ্রসর, কিন্তু কেন ভাই। তুমি মরণে আমার অগ্রগামী হইলে?

তবে উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য এই—লক্ষ্মণ, শ্রীরাম চন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। যদুনাথ ও বৈকুণ্ঠ নাথ সহোদর ভ্রাতা। সুতরাং এখানে শোকের মাত্রাধিক্যের বরং সম্ভাবনা। আর প্রভেদ এই যে, অস্ত্রশিক্ষা ও বেদাধ্যয়ণ পরিবর্ত্তে কেবল অগ্রে জন্ম' এখানে লক্ষ্য।

ব্রজনাথ ও কেদার নাথ, পরস্পর সহোদর; তাঁহারা যদুনাথ ও বৈকুণ্ঠ নাথের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইলেও, সকলেরই মধ্যে সদ্ভাব পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিত। মথুরা মোহনের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত কেদার নাথ সর্ব্বাধিকারী নেটিভ্ ডাক্তার। খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের ইতিহাস লেখাইবার তিনি এক প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

মথুরা মোহনের তৃতীয়া পত্নীর গর্ব্ভে দুই কন্যা জন্মে।

অগ্রে যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী ও তৎপুত্র-পৌত্রাদির বর্ণনা করা যাইতেছে। পরে এই বংশোদ্ভব, বঙ্গীয় কবি বিষ্ণুভক্ত গোপী মোহনের প্রসঙ্গ যথাস্থানে কীর্ত্তিত হইবে।

যদুনাথ ১২১২ সালে ( ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ) জন্ম গ্রহণ করেন। ১২৭৭ সালে ( ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ) পবিত্র ঝুলন যাত্রার দিনে তাঁহার আয়ুঃশেষ হয়। তিনি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। এই যদুনাথের "তীর্থ সন্দেশ" নামে একখানি পুস্তকের হস্তলিপি আছে। তাহা তাঁহার তীর্থভ্রমনের ইতিহাস। পুস্তকের শেষে বংশাবলির অনেক কথা তাহাতে আছে। তৎপরে "সঙ্গীত লহরী" রচিত হয়।

তাঁহার বিরচিত "সঙ্গীত লহরী" পুস্তকে অনেক তত্ত্বোদ্দী-পনাকারিণী সুন্দর সুন্দর পরমার্থ-গীতিকা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সকল সঙ্গীতই যে সমান ভাবুকতাপূর্ণ, তাহা নয়। তথাপি তাঁহার কৃতিত্ব ও ভাবুকত্ব, শ্লাঘার আধার। ৬৪ চৌষট্টি সঙ্গীতে পুস্তকখানি সম্পূর্ণ। ১২৭০ সালে ১৫ই আষাঢ়ে উহা প্রথম মুদ্রিত হয়। এখন আর তাহা সুপ্রাপ্য নয়। উহার দ্বিতীয় সংস্করণ করা আবশ্যক হইয়াছে। প্রকাশাবধি জন-সাধারণের নিকট গান গুলির দোষগুণ বিচারিত হইয়াছে। পুস্তক খানি ৩৮ আটত্রিশ পৃষ্ঠা পরিমিত। আমাদের স্থান সঙ্কীর্ণ সেই হেতু বশতঃ কেবল বিজ্ঞাপণটী ও একটী মাত্র সঙ্গীত উদ্ধৃত করা গেল।

"সঙ্গীত লহরীর" শেষভাগে গীতাবলি' নামে ১২ দ্বাদশটী গীতিকা সন্নিবেশিত। আমাদের বিবেচনায় ইহা স্বতন্ত্র পুস্তিকার

আকারে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইলেই ভাল হইত। গীতাবলির রচয়িতা বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী। এই গীতগুলিতে রচনা-কৌশল সুব্যক্ত ও প্রতিভাত।

## সঙ্গীত লহরীর বিজ্ঞাপন।

"সঙ্গীত লহরী প্রচারিত হইল, খানাকুল কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতি রাধানগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী, ইহার প্রণেতা। গানগুলি কিরূপ তানলয় বিশুদ্ধ হইয়াছে সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশারদেরাই তাহার বিবেচনা করিবেন। সহৃদয়েরাই বুঝিতে পারিবেন, গীতগুলি কিরূপ মধুর—কিরূপ শ্রুতি সুখকর হইয়াছে। প্রকাশকের সে বিষয়ে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

"গীত কর্ত্তার পরমাত্মীয় বাল সুহৃদ শ্রীযুত বাবু রামচাঁদ গোস্বামী এই গানগুলিতে সুর বসাইয়া দিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয়, সঙ্গীত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি যখন সন্ধ্যাকালে পীযুষ সদৃশ বেহালাধ্বনি—মধুরীকৃত তাল-লয়-বিশুদ্ধ গীত দ্বারা কর্ণে সুধা বর্ষণ করেন, তখন হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে। তখন কোকিল ঝঙ্কারকেও, কর্ণ-কঠোর জ্ঞান হয়। গোস্বামী মহাশয়, যখন গানগুলি পরিমার্জ্জিত করিয়াছেন, তখন অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে, সঙ্গীত লহরীতে কিছু মাত্র দোষ নাই। ( ৪ )

( ৪ ) এই বিজ্ঞাপনটী বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী কর্ত্তৃক লিখিত।
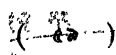
বিজ্ঞাপন দৃষ্টে পুস্তকের অন্তর্গত বিষয় সহজে ও সুস্পষ্টরূপে প্রতীত হয় বলিয়া তৎপ্রসঙ্গ এস্থলে আলোচনা করা গেল না।

সঙ্গীত

রাগিণী-বাহার। তাল—মধ্যমান।

"কি শোভা নিকুঞ্জ-বনে কুঞ্জবিহারী
যেন তড়িত-জড়িত মেঘে, বামে কিশোরী।
দোঁহার বাহু দোঁহে জোড়া, তমালে কনক বেড়া।
আধ বেনী, আধ চূড়া, আধ নীলাম্বরী॥
যুগল মিলন হেরি' নাচে ময়ুর ময়ুরী।
সুমধুর তান ধরি' গাওয়ে কিন্নরী॥
রাধা কৃষ্ণ-গুণ গানে উম্মাদিত সখীগণে।
যদু দেয় সচন্দন তুলসী-মঞ্জরী॥

সকল গানেই যদুনাথের নামের ভনিতা আছে। সম্পূর্ণ নাম কোন গানেই নাই, "যদু" এইরূপ অর্দ্ধ নাম লিখিত আছে।

পিতৃ-দৃষ্টান্তেই হউক, তাৎকালিক সামাজিক নিয়মেই হউক, যদুনাথও দুই রমণীয় রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্ব গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী সাহানপুরের গোপী মোহন ঘোষের প্রথমা কন্যা তাঁহার প্রথমা ভার্য্যা। গুড়োপ গ্রামে তাঁহার দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ ঘটিয়াছিল।

তাঁহারা উভয়েই স্বামীর অনুগতা, ধার্ম্মিকাও পরোপকারিণী।

প্রথমার গর্ভে প্রসন্ন কুমার, সূর্য্যকুমার, আনন্দকুমার ও রাজকুমার এবং দ্বিতীয়ার উদরে অক্ষয়কুমার, অমৃতকুমার, অনন্তকুমার ও উপেন্দ্রকুমার এই আট পুত্র জন্মে। দ্বিতীয় পক্ষের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র গতাসু। অক্ষয় কুমারের অকাল মৃত্যু, আমাদিগকে ঐ নামের মাহাত্ম্য স্মরণ করাইয়া দেয়। বারণ-নন্দন অক্ষয় কুমার ও অকালে যেমন কাল কবলে নিপতিত, এইটীরও সেই দশা। সেই অক্ষয় কুমার বীর ছিলেন, এই অক্ষয় কুমারেরও অন্তস্তেজ বিলক্ষণ ছিল। বি, এ, পর্য্যন্ত পাঠের পর এই মনস্বী তেজস্বী সাহসী যুবক মানবলীলা সংবরণ করেন।

প্রসন্নকুমার—ইহা কর্ত্তৃক দেশের এত উপকার হইয়াছে যে, সংক্ষেপে তাঁহার কথা লিখিতে গেলে, তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়, অথচ এ প্রবন্ধে আমাদের স্থান অতি অল্প। অতএব স্বতন্ত্র প্রবন্ধে তাঁহার জীবন-চরিত মুদ্রিত হইবে। ১২৩২ সালে অগ্রহায়ণী পূর্ণিমায় (প্রথম রাসের দিনে) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল, শৈশবেই সেটী মরিয়া যায়। তাঁহার প্রথম পক্ষের একমাত্র কন্যা ইন্দুমতী, ভ্রাতৃশোকে অধীরা হইয়া "দুঃখমালা" নামে এক কবিতা পুস্তক রচনা করেন, তাহা মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের বনিতা শ্রীমতি সুরঙ্গিনী "তারাচরিত" নামে এক গদ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারবাবু পুর্ব্বপুরুষের দৃষ্টান্তে জীবিত পত্নী বর্ত্তমানে দ্বিবিবাহ করিয়াছিলেন, এমন কথা কেহ মনেও করিবেন না। এক্ষণে তাঁহার প্রথম পক্ষের একটী ও দ্বিতীয় পক্ষের দুইটী মাত্র কন্যা বর্ত্তমান।

সূর্য্যকুমার—কলিকাতার একজন অগ্রগণ্য চিকিৎসক (৫) ইঁহার দান ও দয়া অতি প্রসিদ্ধ। ইঁহার প্রদত্ত-অর্থ সাহায্যে অনেক বালকের শিক্ষা বিষয়ে বহুল উপকার হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার উপর ইঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ। ইনি সহজ কথায় বেশ ভাল ইংরেজি লিখিতে পারেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তারিখে ইনি ইণ্ডিয়ান ওয়ারল্ড (Indian World) পত্রিকায় 'গবর্ণমেণ্ট ও ভারতীয় প্রজার সম্পর্ক' বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় যে সন্দর্ভ লেখেন, তাহা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ৩০শে সেপ্টেম্বরে ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটীর উত্তমতা বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকা দূরে থাকুক, বরং অনুরাগ আছে। প্রথম পুত্র সত্যপ্রসাদ ডাক্তার (F. C. S.); দ্বিতীয় দেবপ্রসাদ এম, এ, বি, এল, উপাধিধারী হাইকোর্টের এটর্নি, ন্যাসন্যাল কংগ্রেস ও মিউনিসিপ্যালিটীর এক উদ্যোগী সদস্য; তৃতীয় কৃষ্ণপ্রসাদ এম, এ, বি, এল, হাইকোর্টের উকীল; চতুর্থ সুরেশপ্রসাদ ডাক্তার বি, এ, এম্, ডি, তিনি মেয়োহাঁসপাতালের হাউস সার্জ্জন চাঁদনি হাঁসপাতালের রেসিডেণ্ট সার্জ্জন ছিলেন; তিনি শিবপুর "পাশ্চার ইনষ্টিটিউটের" সেকেণ্ড অফিসার (একতম কার্য্য সম্পাদক); পঞ্চম নগেন্দ্র প্রসাদ বি, এ; ষষ্ঠ বিনয়প্রসাদ বি, এ, আর দুই পুত্র অল্পবয়স্ক। দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম, অমায়িকতার জন্য সর্ব্বজনাদৃত।

(৫) ১২৩৭ সালে জাত।

আনন্দকুমার—১২৪২ সালে ১৮ই আষাঢ়ে জাত। ইনি বহুকাল বিবিধ জনপদে মুন্সেফী ও সবজজের কর্ম্ম করিয়া কিছু দিন হইতে গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত বৃত্তি উপভোগ করিতেছেন। স্বভাব বড়ই অমায়িক—এ অংশে তিনি অগ্রজ সদৃশ, ইহা সহজেই নির্দ্দেশ করা যায়। সংস্কৃতে ও ইংরেজিতে তাঁহার বেশ বোধাধিকার আছে। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীর রচিত "মাতার উপদেশ" ও "মনোরমা" দুই ভাল পুস্তক। প্রথম পুস্তকখানি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ও শেষোক্ত খানি ১২৮০ সালের ২০শে আষাঢ়ে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তাঁহার পুত্রগুলিও শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। জ্যেষ্ঠ শ্রীমান জ্যোতিঃপ্রসাদ, হাইকোর্টের উকীল এম, এ, বি, এল উপাধি প্রাপ্ত: দ্বিতীয় কিরণপ্রসাদ বি, এ, তৃতীয় অরুণপ্রসাদ এফ, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। (৬)

রাজকুমার—পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ কলেজে ১৮৬৪-১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২০ বিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল সংস্কৃতের ও আইনের অধ্যাপক ছিলেন (৭) তৎকার্য্যে তাঁহার প্রতিপত্তি হইয়াছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে "হিন্দু পেট্রিয়টে" প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌয়ে তাঁহার গতায়াত ছিল। তখনও লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করেন নাই। কিছু পরে তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ সভার সম্পাদক হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মান্য

(৬) দ্বিতীয় ও তৃতীয় আমাকে এইকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সদাই আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি।

(৭) ১২৪৪ সালে জাত।

যথেষ্ট হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্ব উপাধী বি, এ, বি, এল্। বাবু কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর তিনি সাপ্তাহিক পেট্রিয়টের সম্পাদক হইয়া কিছুকাল অবাধে পত্রিকা সম্পাদনে ব্রতী থাকেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ হইতে হিন্দু পেটি্রয়ট প্রাত্যহিক পত্র হইয়াছে। ইহা তাঁহার এক কীর্ত্তি। অল্পদিন হইল, তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "রায় বাহাদুর" উপনামে শোভিত হইয়াছেন। "ঠাকুর আইন" বিষয়ে তাঁহার যে উপদেশ সকল অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা একখানি অতি উপাদেয় পুস্তক। অতি ক্ষোভের কথা—অদ্যাপি তাঁহার কোন পুত্র কন্যা জন্মিল না।

রাজকুমার বাবুর এখন উন্নতির পরাকাষ্ঠা। তিনি আসিয়াটিক সোসাইটীর অর্থাৎ আসিয়া-মহাদেশীয় সমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিজ্ঞানাদির ও আইন সভার সদস্য। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য ছিলেন। ১৮৮০ সালের ঠাকুর আইন সংক্রান্ত উপদেশমালা, পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলে, কানিঙ কলেজের অধ্যক্ষ হোয়াইট, মেন ইলবার্ট, মোক্ষমূলার, মেইন, ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এডিনবরা রিভিউ (১৮৮৩, অক্টোবর মাস), ল টাইম্স (১৮৮৩। ২১শে এপ্রিল), পায়োনিয়ার (১৮৮২।২০শে জুলাই-১৮৯২।৪ঠা নভেম্বর), কলিকাতা রিভিউ (১৮৮২। অক্টোবর) সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট (১৮৮২।৪ঠা জুলাই) হিন্দু পেট্রিয়ট (১৮৮২।১৫ই সেপ্টেম্বর ও ১৮৮৩।১১ই জুন) *,

* তখন বাবু কৃষ্ণদাস পাল উহার সম্পাদক ছিলেন।

একসপ্রেস ( ১৮৮২ ।৫ই আগষ্ট ) বেঙ্গলী ( ১৮৮২ ৫ই আগষ্ট ) রিজএণ্ড রায়ত ( ১৪৮৩।১৪ই জুলাই ) সেটার্ডে রিভিউ ( ১৮৮৩ ২৪শে ও ৩১ মার্চ্চ ) ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ ( ১৮৮৩ এপ্রিল ) ইত্যাদিতে ভূরি ভূরি প্রশংসা বাহির হইয়াছে। তিনি স্কুল বুক সোসাইটীতে ব্যাকরণ প্রবেশিকার তৃতীয় ভাগ প্রণয়ণ করিয়া পারিতোসিক প্রাপ্ত হন।

ইঁহার পত্নীও বিদুষী হিন্দুরমণী। তিনি সম্প্রতি "হরি নামাবলি" নামে পঞ্চাশৎ গীতিকা প্রণয়ণ করিয়াছেন। পুস্তকে তাঁহার নাম নাই। কেবল একটী গানে "অধিনীর এই প্রার্থনা" এই বাক্য আছে। কোন সালে পুস্তকখানি প্রচারিত হইয়াছে, পুস্তকে লেখা না থাকায়, তাহা জানিবার উপায় নাই, গানগুলি ভাবশুদ্ধ।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুনে বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের যত্নে ও ব্যয়ে 'ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী" প্রকাশিত হয়। উহা তিন খণ্ডে সমাপ্ত। তখন রাজকুমার বাবুর বয়স ২৪ চব্বিশ। রমাপ্রসাদ বাবু, সিটনকার সাহেবকে পুস্তক উৎসর্গ করিয়া এইরূপ লেখেন।

"আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত রাজ কুমার সর্ব্বাধিকারী, আমার পরামর্শানুসারে এই গ্রন্থখানি প্রণয়ণ করিয়াছেন"। তিনি এই পুস্তকখানি সঙ্কলন করিবার নিমিত্ত যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছলেন।

অমৃত কুমার ও অনন্ত কুমার। অমৃত কুমার বি, এ, বি, এল উপাধিধারী। তিনি হাই কোর্টের উকীল। চব্বিশ পরগণার

জজ আদালতে সম্প্রতি ওকালতিতে বিশেষ যশ ও অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। ইংরেজীর ন্যায় সংস্কৃতেও সুতরাং বিলক্ষণ অধিকার আছে। তাঁহার অনুজ অনন্ত কুমার। তিনি মেডিকেল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে ও সংস্কৃত কালেজে বিএ পর্য্যন্ত অধ্যয়ণ করিয়াছেন।

যদুনাথের পুত্রগণের বর্ণনা প্রদত্ত হইল। তাঁহারা সকলেই রাধানগরে জাত। সুতরাং খানাকুল কৃষ্ণনগরের জল বায়ু মৃত্তিকায় তাঁহারা লালিত পালিত। খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট তাঁহারা ঋণী। এই কারণে তাঁহাদের উপরই আমাদের জোর জবরদস্তি এখনও চলে। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের শিক্ষিত সন্তানদিগকে তাঁহারা স্ব স্ব জন্মভূমি প্রদেশে লইয়া গেলেন না। তাঁহারা কলিকাতা বাসী হইয়াছেন। 'জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী' কথাটা কেবল পুস্তকেই নিবদ্ধ থাকিবে? ব্যবহারে কার্য্যে তাহার কি কোন স্বার্থকতা দেখা যাইবে না?

গোপীমোহন—রামনারায়ণের তৃতীয় পুত্র। তিনি বঙ্গীয় কবি। তৎপ্রণীত দুইখানি গ্রন্থ ছিল। দুইটী গ্রন্থের নাম "শ্রীকৃষ্ণ তরঙ্গলীলা" ও "ধ্রুব চরিত্র"। শ্রীকৃষ্ণ তরঙ্গ লীলার একটী কবিতা, পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

"পথে পথে চলে যায়, ডাকে ঘনে ঘন।
কোথা আছ এস পদ্ম-পলাশ লোচন॥"

কবির পৌত্র প্রসন্নকুমার বাবু, ঐ পুস্তক দুইখানি ছাপাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলেন; অথচ পুস্তকের পাণ্ডুলেখ্যও নষ্ট

হইয়া গেল। উহার মধ্যে করুণরসোদ্দীপক ভাবের অসদ্ভাব ছিল না। তাহা পাঠ করিয়া অনেক ভাবুক মোহিত হইয়াছিলেন। এরূপশুনিতে পাই, কবি কৈশোরে অন্ধ হইয়াছিলেন। কবির এই দশা মনে উদিত হইলে, আমাদের অন্তরে তাঁহার কবিত্বের মধুরত্ব ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়া দেয় ও তৎসঙ্গে কবীর ব্যথায় ব্যথী হইয়া পাঠককে পদে পদে ভাবমুগ্ধ হইতে হয়। কবিবর কর্ত্তৃক বর্ণিত ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতির বৃত্তান্ত যার পর নাই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। শ্রুত আছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা সন্দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বংশ, বদান্যতায় অতিশয় খ্যাত।

## বারাণসী ও গোরক্ষপুর বিভাগ

কাশী ব্যতীত গাজীপুর, মির্জাপুর, জৌনপুর এবং বালিয়া—এই চারিটী জেলা বারানসী বিভাগের অন্তর্ভূক্ত, কাশীর পরই গাজীপুরের উল্লেখ করিতে হয়; কারণ, গাজীপুরে বাঙ্গালীর বাস বড় অল্প দিন নহে। গাজীপুরে গোরা বাজার সন্নিহিত গঙ্গার উপকুলস্থিত "সিদ্ধেশ্বর নাথের মন্দির" নামে একটী অতি পুরাতন দেবালয় আছে। এরূপ জাগ্রত দেবতা, এমন পবিত্র স্থান, এমন সুরম্য দেবালয়, স্থানীয় হিন্দুগণের এমন উৎসব স্থল গাজীপুরে আর নাই। প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাসের অভাবে কত কীৰ্ত্তিই যে লুপ্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। গাজীপুরের এই মন্দির যে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত তাহা ক্রমে কিম্বদন্তিতে পরিণত হইয়াছে। মন্দির শীর্ষস্থ বঙ্গাক্ষরে খোদিত শিলালিপি, প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতি বহন করিতেছিল, কিন্তু অল্প দিন হইল উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে, স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিগণ এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন বলিয়াই ইহা যে বাঙ্গালীর কীৰ্ত্তি তাহা জানা যায়। এরূপ জন প্রবাদ আছে যে বসু উপাধিধারী কোন বাঙ্গালী বনিক বাণিজ্যতরী সাজাইয়া এই স্থানের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে জলমগ্ন হইয়াছিলেন' বণিক অবশেষে অনেক কষ্টে উপকুলে উঠিতে সমর্থ হন এবং হতাশ হৃদয়ে তথায় সমস্ত দিবা নিশি পড়িয়া থাকেন। রজনীতে তিনি স্বপ্ন দেখেন যেন মহাদেব স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, 'ভয় নাই, কল্য প্রাতেঃ অন্বেষণ করিলে তোমার নষ্টদ্রব্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু এই স্থানে সিদ্ধেশ্বর নাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে ভুলিও না"। বলা বাহুল্য যে স্থানে নৌকা ডুবিয়াছিল তথা হইতে বণিক দ্রব্য উদ্ধার করিয়া বাণিজ্যে বহির্গত হন এবং অনতি কাল মধ্যে এ স্থানের বন

কাটাইয়া উক্ত দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। গঙ্গার এই স্থানে এখনও নৌকা গমনাগমনের পক্ষে সুবিধা জনক নহে। স্বর্গীয় ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী এবং কাশীনাথ বিশ্বাস (সবজজ) মিউটিনির পূর্ব্বে এখানে ছিলেন (লক্ষ্ণৌ অংশে দ্রষ্টব্য।)

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস প্রণীত।

সিপাহী বিদ্রোহের দুর্দ্দিন সবে মাত্র কাটিয়াছে—স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক "সেটনকার" তখন কলিকাতা হাইকোর্টের জজ। স্বর্গীয় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তখন সাহিত্য ক্ষেত্রে একজন যশস্বী লেখক, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ অধিকারী, সংস্কৃত কলেজের প্রতিভাবান্ ছাত্র, এবং "ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী" নামক গ্রন্থের লেখক বলিয়া তখন তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি। ঐ গ্রন্থের প্রথম ভাগ তখন এণ্টান্স ক্লাসের, দ্বিতীয় ভাগ এফ, এ ক্লাসের এবং তৃতীয় ভাগ বি, এ, ক্লাসের নির্দ্ধারিত পাঠ্য ছিল। বিগত শতাব্দীর সেই মধ্য যুগে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লক্ষ্ণৌ প্রবাসী হন। বিদ্রোহ দমনের পর অযোধ্যা প্রদেশ ইংলণ্ডের করতল গত হয়। অযোধ্যার তালুকদারী যখন নূতন নিয়মে ও নব সর্ত্তে বিলি করা হয়, তখন যে সকল জমিদারী সম্পূর্ণ রূপে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল, অযোধ্যার চীপকমিশনার বাহাদুর তাহা, বিদ্রোহের দিনে যাহারা ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। সেই সূত্রে দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় শঙ্করপূরের তালুক প্রাপ্ত হইয়া রাজা উপাধিতে ভূষিত হন এবং তালুকদারদিগের অন্যতম ও অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে আর কোন বাঙ্গালী ওরূপ অধিকার লাভ করেন নাই। অযোধ্যার নবাব ওয়াজীদ আলী সাহেব

বিখ্যাত প্রমোদ-উদ্যান কৈশরবাগের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে রাজা দক্ষিণা রঞ্জনের চেষ্টায় সুবিখ্যাত ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের সংস্কৃত সাহিত্য ও আইনের অধ্যাপকের প্রয়োজন হওয়ায় দক্ষিণা রঞ্জন বাবু তাঁহার পুরাতন বন্ধু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে ঐ পদে আহ্বান করেন এবং রাজকুমার বাবু লক্ষৌয়ে আসিলে, তিনি স্বীয় তালুকদারী অধিকারে প্রাপ্ত কৈশরবাগের একটী অংশে তাঁহার বাসস্থান করিয়া দেন। কলেজের অধ্যাপনা ব্যতীত রাজকুমার বাবু এখানে Talukdars' Association অর্থ্যাৎ অযোধ্যার তালুকদার সভার সহকারী সম্পাদকের কার্য্যও করিতে লাগিলেন, উভয় পদেই তিনি অতিশয় দক্ষতার ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তালুকদারী আইন সর্ত্তের গোলযোগ উপস্থিত হইলে তিনি Talukdari System of Oudh অর্থ্যাৎ "অযোধ্যার তালুকদারী প্রথা" নামে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়ে লক্ষৌয়ে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিবার কল্পনা ইঁহাদের মনে জাগরূগ হয়, রাজা দক্ষিণা রঞ্জন তখন স্বনাম খ্যাত স্বর্গীয় শম্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন বিশিষ্ট বাঙ্গালীকে একে একে লক্ষৌ প্রবাসী করেন। এই সূত্রে লক্ষৌয়ে বাস না করিলেও রাজকুমার বাবুর সহোদর ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নাম এবং গৌরবময় স্মৃতি লক্ষৌ এর সহিত জড়িত হন, তিনি সেনাপতি হ্যাভলকের (General Havelock) রেজিমেন্টের বিগ্রেড সার্জ্জন (Brigade surgeon) হইয়া লক্ষৌ রেসিডেন্সি উদ্ধার করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন।

সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের আদিবাস হুগলি জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে। এই রাধানগর রাজা রাম মোহন রায়ের জন্মভূমি। কলিকাতায় বহু দিন হইতে ইহাদের বাস স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ Graduate Medical College of Bengal নামে অভিহিত ছিল। সেই জন্য এখন যাঁহারা এল, এম, এস পাইতেছেন, তখন কালে তাঁহারা জি, এম, সি, বি উপাধি লাভ করিতেন। সিপাহি বিদ্রোহের পর হইতে এল, এম, এস, উপাধি সৃষ্টি হয়। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় জি, এম, সি, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গভর্ণমেণ্টের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৫২ অব্দে দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সূত্রে "ফায়ার কুইন" নামক যুদ্ধ জাহাজ রেঙ্গুন যাত্রা করে। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সেই জাহজের Navel Surgeon নিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মদেশ গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে "ফায়ার কুইন" জাহাজের কর্ম্ম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গাজীপুরের গভর্ণমেণ্ট চিকিৎসালয়ের ডাক্তার নিযুক্ত হইয়া যান। জেনারেল মেসন তখন গাজীপুর জেলার ব্রিগেডাধ্যক্ষ ( Brigade-in-charge ) এবং ডাঃ পামার ( Dr. Palmer ) ব্রিগেড সার্জ্জন ( Brigade Surgeon ) ছিলেন। এই মেসন সাহেব দেশীয় লোককে জুতা পায়ে দিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেন না, গাজীপুর পৌছিয়া সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে দ্বারবান্ তাহাকে জুতা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার আদেশ জ্ঞাপন করে। তখন তিনি আর দেখা করিবার চেষ্টা না করিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সাহেব উপর হইতে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া দ্বারবানকে বলেন "উহাকে ভিতরে আসিতে দাও।" এই সামান্য ঘটনা হইতেই সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মে, সাহেব তাঁহার সহিত কথোপকথনে পরম প্রীত হন এবং তাঁহার আত্মসম্মানবোধ প্রশংসার চক্ষেই দেখেন। ইঁহার সময় গোরারা বাঙ্গালী ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকে। ইতিমধ্যে এমন

একটী সুযোগ উপস্থিত হয় যাহাতে আপত্তিকারীগণ ইঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠে। জেনারাল নীলের হাতে একটী ফোঁড়া হয়। বাঙ্গালী ডাক্তারকে পরীক্ষা করিবার এবং সর্ব্বসমক্ষে তাহার পরিচয় দিবার উত্তম সুযোগ বুঝিয়া কাওয়াজের সময় যখন সমস্ত গোরাসৈন্য উপস্থিত, তখন তিনি ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীকে ডাকিয়া পাঠান এবং ফোঁড়া অস্ত্র করিতে বলেন, ডাক্তার মহাশয় নিমিষের মধ্যে সাতিশয় দক্ষতার সহিত ফোঁড়া অস্ত্র করিয়া বাঁধিয়া দেন। সেনাপতি সর্ব্বসমক্ষে তখন ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন যে, তিনি বড়ই আরাম পাইলেন। স্বচক্ষে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অস্ত্রচিকিৎসা দেখিয়া এবং সেনাপতির মুখে তাঁহার প্রশংসা স্বকর্ণে শুনিয়া সৈন্যগণ আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ হাইলাণ্ডারগণ তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নাচিতে নাচিতে লইয়া যায়।

গাজীপুরে অবস্থিতি করিবার কালে সিপাহী-বিদ্রোহের দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল, এমনই দিনে একদিন তিনি মুন্সেফ (পরে সবজজ) বাবু কাশীনাথ বিশ্বাস এবং অপর এক ভদ্রলোকের সহিত বৈকালে গঙ্গার ধারে পাদচারণ করিতেছেন এমন সময়ে কয়েকজন সিপাহী তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, অথচ কেহই তাঁহাদিগকে সেলাম ( Salute ) করিল না। ইঁহারা তিনজনেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, বিশেষতঃ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় জনসাধারণের খুব প্রিয় এবং সম্মানিত। সম্মান প্রদর্শন দূরে থাক সে দিন সিপাহীদিগেব মধ্যে একজন কাশীনাথ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপোক্তিতে বলিয়া উঠিল "আরে মুন্সেফোয়া, আর কেয়া হোগা, বড়া যো ডিগ্রী ডিস্‌মিস্ হোতা হায় ?" সূর্য্যকুমার বাবুর মনে তৎক্ষণাৎ আসন্ন দুর্ঘটনার আশঙ্কা জন্মিল। তিনি ভাবিলেন এইবার সত্যসত্যই আগুন লাগিয়াছে, নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবার আর

সময় নাই। তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিলেন এবং আত্মরক্ষার্থ স্বয়ং উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি সরকারী চিকিৎসা-লয়টি শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নৌকা হইতে চিনির ও ময়দার বস্তা নামাইয়া ও স্তূপাকারে সাজাইয়া চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া লইলেন। প্রথমে সাহেবেরা তাঁহার আশঙ্কা অমূলক মনে করিয়া সাবধান হয়েন নাই, কিন্তু দুর্দ্দিন যখন উপস্থিত হইল তখন তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে সুরক্ষিত ডিস্পেন্সারীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং ডাক্তারের দূরদর্শিতার জন্য ভুয়সী প্রশংসা করিলেন। প্রশংসাকারী-দিগের মধ্যে তদানীন্তন সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট পরে ছোটলাট স্যার ষ্টয়ার্ট বেলী মহোদয় প্রধান ছিলেন। গাজীপুরে শান্তি স্থাপিত হইবার পর লক্ষ্ণৌ উদ্ধারার্থ জেনারল হ্যাভ্‌লককে যাইতে হয়, তিনি পামার সাহেবকে তাঁহার রেজিমেণ্টের জন্য একজন সুদক্ষ য়ুরোপীয় ডাক্তার পাঠাইতে বলেন, কিন্তু পামার সাহেব ডাক্তার সূর্য্যকুমারকে উপযুক্ত বুঝিয়া ব্রিগেড সার্জ্জনস্বরূপ পাঠাইয়া দেন।

একদিন যুদ্ধাবসানের পর হঠাৎ এই রেজিমেণ্টসংক্রান্ত রসদ-বিভাগ বিদ্রোহীদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়, গুদামে এক বোতল মদ্য পর্য্যন্ত আর পড়িয়া ছিল না, সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর গোরারা একটু মদ্য না পাইয়া বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে সুতরাং এরূপ প্রস্তাব হয় যে এক্ষণে ডাক্তারখানা (Medical stores) হইতে মদ্য বিতরণ হউক। তখন এডজুটাণ্ট সাহেব সেনাপতিকে আদেশ জানাইয়া সূর্য্যকুমার বাবুর নিকট মদ্য এবং শান্তিনিবারক দ্রব্যাদি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু ডাক্তার কোন মতেই দিতে চাহিলেন না তিনি বলিলেন :সেনাপতির লিখিত আদেশ ব্যতীত তিনি চিকিৎসা বিভাগীয় মালখানা হইতে কোন সাহায্যই করিতে পারিবেন না। এডজুটাণ্ট সাহেব ডাক্তারের ব্যবহারের কথা

সেনাপতিকে জ্ঞাপন করিলেন। মৌখিক আদেশ বাস্তবিকই হ্যাভ্‌লক সাহেব দিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার আদেশ অমান্য হইতে দেখিয়া তিনি ক্রোধে অধির হইয়া উন্মুক্ত অসিহস্তে ডাক্তারের প্রতি ধাবিত হইলেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় যথাবিহিত "স্যাল্যুট্" করিয়া দাঁড়াইলেন, সাহেব বলিলেন "তুমি আমার আদেশ পালন করিবে কি না? সামরিক বিভাগে অবাধ্যতার দণ্ড কি তাহা তুমি জান?" ডাক্তার মহাশয় অকম্পিত স্বরে উত্তর করিলেন, "জানি, দণ্ড – মৃত্যু। কিন্তু আপনার মৌখিক হুকুম পালন করিয়া আমি আপনার "লিখিত আদেশ অমান্য করিতে পারি না।" হ্যাভ্‌লক সাহেব কোর্ট মার্শালের আজ্ঞা দিলেন এবং তিনি সেই বিচার সভায় প্রেসিডেণ্ট হইয়া বসিলেন। বিচার স্থলে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় দণ্ডায়মান হইলে সেনাপতি হ্যাভ্‌লক্ জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন—"আমার আদেশ তুমি এডজুটাণ্টের মারফত শুনিয়াছিলে, কিন্তু তাহা পালন কর নাই। অবাধ্যতার দণ্ড তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া। তোমার কিছু বলিবার আছে?" সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পূর্ব্ববৎ অবিচলিত চিত্তে বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেও যাহা বলিয়াছি এখনও তাহা পুনরুক্তি করিতেছি মাত্র।" এই বলিয়া তিনি নিজের পকেট হইতে একখানি নোটবহি বাহির করিয়া বিচারপতির সমক্ষে ধরিলেন। তাহাতে হ্যাভ্‌লক সাহেবের নিজের হাতে ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীকে উদ্দেশ করিয়া লেখা ছিল "সেনাপতির লিখিত আদেশ ব্যতীত চিকিৎসাগারের গুদাম হইতে কোন দ্রব্য কাহাকেও দেওয়া হইবে না।" সাহেব তাহা পাঠ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, সকল গোল মিটিয়া গেল। পুনরায় কুচ আরম্ভ হইল, ক্রমে তাহা লক্ষ্ণৌয়ের নগরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতদিনের পর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মেসন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে

তিনি সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে চিনিতে পারেন, এবং গাজীপুরের সেই জুতা বিভ্রাটের কথা তাঁহার মনে পড়ে, পরদিন বিদ্রোহীদিগের সহিত শেষ যুদ্ধ হইয়া লক্ষ্ণৌয়ের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়; তাহাতে স্যার হেনরী লরেন্স আহত হন। সেই দিন রেজিমেণ্টের স্থায়ী সার্জ্জন ফিরিয়া আসিয়া চার্জ্জ লয়েন এবং সর্ব্বাধিকারী অন্য ব্রিগেডের সহিত বিদ্রোহী কুমার সিংহের দলের বিরুদ্ধে যাত্রার আদেশ প্রাপ্ত হন। ইহার তিন ঘণ্টা পরেই যেখানে ডাক্তার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন ঠিক সেই স্থানে বিদ্রোহীদিগের এক গুলি আসিয়া পড়ে এবং নবাগত সার্জ্জন সাহেব হত হন। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে বিচারের দিন আসিলে অপরাধীদিগের দণ্ডবিধানের ক্ষমতা, রাজস্ব, বিচার এবং চিকিৎসার ভার সমর বিভাগের অনেকের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছিল। ঐ সময় বিচার ও দণ্ডবিধানের নির্দ্দিষ্ট স্থান বা কাল ছিল না, বিদ্রোহী দস্যু বলিয়া যাহারা যেখানে ধরা পড়িতেছিল সেইখানেই তাহাদের বিচার ও দণ্ড হইতেছিল। পূর্ব্বোক্ত সেনাদল যখন লক্ষ্ণৌ হইতে কুচ করিয়া যাইতেছিল তখন একদিন রাত্রি একটার সময় এক বরযাত্রীরদল শোভাযাত্রা করিয়া সশস্ত্র গমন করিতেছিল, ডাকাতের দল বলিয়া তাহারা ধৃত হইয়া ছাউনীতে আনীত হইলে হতভাগ্যগণ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। বৃক্ষে বৃক্ষে তাহাদের দেহ লম্বিত করিব র আয়োজন যখন দ্রুতবেগে চলিয়াছে, আর মুহূর্ত্তমাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময় সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সেনানায়ক কাপ্তেন সাহেবকে বলিলেন ইহারা বিদ্রোহী নহে, দস্যুও নহে, ইহারা সত্যকার বর লইয়া বিবাহ দিতে যাইতেছে, ডাক্তার মহাশয় যাহা সত্য বা ন্যায় বলিয়া বুঝিতেন তাহা হইতে কোন কারণেই একপদ সরিয়া দাঁড়াইতেন না। কাপ্তেন সাহেবের তাহা বিচক্ষণ জানা ছিল, তিনি প্রতিবাদ না করিয়া পূর্ব্ব

আদেশই বহাল রাখিলেন। তখন সূর্য্যকুমার বাবু বলিলেন—"আমি আপনাকে সাবধান করিয়া দিলাম, তাহার পর আপনার যাহা অভিরুচি করিতে পারেন", অধিকন্তু তিনি সাহেবকে কয়েকটী লক্ষণ বলিয়া দিলেন এবং গোপনে বরযাত্রীদিগের মধ্যে সেই সকল লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিলেন, দেশপ্রচলিত প্রথা তাঁহার বিলক্ষণ জানা ছিল। এবার কাপ্তেন সাহেব কি বুঝিয়া তাহার কথামত পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সেই নিরীহ লোকদিগকে ছাড়িয়া ছিলেন, পরক্ষণে কাপ্তেন সাহেব সূর্য্যকুমার বাবুকে ডাকাইলেন আত্মগ্লানি এবং অনুতাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। সূর্য্যকুমার বাবু আসিতেই তিনি উদ্বেগ ভরে বলিলেন, "Do you pray, can you pray, have you any objection to pray with me? অর্থাৎ আপনি কি উপাসনা করিয়া থাকেন, আপনি এখন উপাসনা করিতে পারিবেন, আমার সঙ্গে উপাসনা করিতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি ?" এই বলিয়া সাহেব নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিয়াছিলেন, তিনি খৃষ্টীয় উপাসনা মন্দিরে যাহা কখনও শুনেন নাই এবং যাহা কখন কোথাও কর্ণগোচর হয় নাই এরূপ প্রাণস্পর্শী এবং অকপট প্রার্থনা সেই গভীর রজনীতে মনুষ্যের বাসবিহীন প্রান্তরের সেনা নিবাসে শুনিয়াছিলেন, এই ঘটনায় সূর্য্যকুমার বাবুর মনের গতি এরূপ হইল যে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ডাক্তার ফেরার্ড পেরে Fin Joseph Ferard যিনি লক্ষ্ণৌয়ে বিদ্রোহের সময় সার হেন্‌রি লরেন্স মহোদয়ের চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং ডাক্তার পামার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শুনিলেন ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী কার্য্যে ইস্তাফা দিয়াছেন, তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু তখন আর তাঁহাকে ফিরাইবার উপায় ছিল না।

মিউটিনীর কিছুকাল পরে ডাক্তার ক্রম্বী (Dr. Crombie) কলিকাতা মেডিকেল কলেজে আগমন করেন এবং ইণ্ডিয়া আফিসের কাগজপত্রে বিদ্রোহ সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহকালে দেখিতে পান, যাহারা সে দুর্দ্দিনে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া এবং কর্ত্তব্যে অচল অটল থাকিয়া ইংরেজের সুখ দুঃখের ভাগী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে "A Bengali Doctor of Ghazipur" অর্থাৎ গাজীপুরের একজন বাঙ্গালী ডাক্তারও ছিলেন। ক্রম্বী সাহেব সূর্য্যকুমার বাবুকে একদা জিজ্ঞাসা করেন যে বাঙ্গালী ডাক্তারটী কে? সূর্য্যকুমার বাবুকে গাজীপুরে থাকিতে তাঁহার বড় সাহেব স্বহস্তে একখানি Surgical Atlas উপহার দিয়াছিলেন। তাহাই তিনি তাঁহার সন্তোষের পরিচায়ক উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ রাখিয়াছিলেন। এখন ক্রম্বী সাহেবকে সেই মানচিত্র খানি তিনি দেখাইয়া বলিলেন যে তিনিই সেই বাঙ্গালী ডাক্তার। তখন সার ষ্টুয়াট বেলী-মহোদয় বঙ্গের ছোটলাট। গাজীপুরের বাঙ্গালীর কথা উত্থাপিত হইলে বেলীসাহেব বলিয়াছিলেন, গাজীপুরে সূর্য্যকুমায় বাবুর সহিত তিনি একত্রে কাজ করিতেন, ক্রম্বী তখন বেলী সাহেবের সুপারিশ সহ গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার সর্ব্বাধিকারীর প্রশংসনীয় কার্য্যের কথা লিখিয়া পাঠান হয়, অতঃপর সার রিভার্স টমসনের আমলে হঠাৎ রায় বাহাদুরী খেতাবে সূর্য্যকুমার বাবু গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্মানিত হন। সনদটি দিবার সময় লাট বলিয়াছিলেন—

"Who would have thought that these mild appearances cover the spirit of an ardent mutiny vetern who has present at many bloody action not indeed to add to human miseries but to relieve them so far as science, skill and devotion could".

অর্থাৎ কে জানিত যে এই শান্ত সৌম্য-মূর্ত্তির মধ্যে একজন বিদ্রোহকালের অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রাণ রহিয়াছে—সে অভিজ্ঞতা বহু যুদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত থাকা অভিজ্ঞতা; কিন্তু ইঁহার যুদ্ধে উপস্থিতি লোকের প্রাণ নাশের জন্য নহে; বিজ্ঞান, নিপুণতা এবং একাগ্র নিষ্ঠার সাহায্যে যথাসাধ্য লোকের প্রাণ রক্ষা ও বেদনা নিবারণের চেষ্টার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কর্ণধার মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, এ এবং প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই যশস্বী ডাক্তার মহাশয়ের যশস্বী পুত্রদ্বয়।

ভারতবাসীর মধ্যে ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী "Faculty of Medicine" সভার সর্ব্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও টেক্সটবুক কমিটীর সদস্য এবং "College of Surgeons" সভার সর্ব্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট হন। যে সময় তাঁহার দেবপ্রসাদ বাবু Albert Victor Collegeএ অধ্যয়ন করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি সংস্কৃত ভাষানুশীলন আরম্ভ করেন, কিন্তু গৃহে অধ্যয়ন করিবার যথোপযুক্ত সময় না পাওয়ায় তিনি গাড়ীতে গাড়ীতেই তাহার অভ্যাস করিতে থাকেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য নাটকাদি অধ্যয়ন করেন। ইংরাজীতে তিনি সেক্সপিয়র, মিলটন প্রভৃতি সর্গের পর সর্গ যেমন অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিতেন, তদ্রূপ সমগ্র কালিদাস মুখস্থ বলিতে পারিতেন। যখন কলিকাতায় প্রথম প্লেগ দেখা দেয় সে সময় গৃহে গৃহে প্লেগ পরীক্ষার জন্য "Plague Regulation" মুদ্রিত হইয়া বিজ্ঞাপিত হইবার উপক্রম হইলে কলিকাতায় কিরূপ হুলুস্থুল পড়িয়াছিল, তিন দিন হইতে ঘরদ্বার ফেলিয়া অধিবাসীদিগের পলায়নে মহানগরী কিরূপ জনশূন্য হইতে বসিয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই সময়ে ডাঃ সূর্য্যকুমার

সর্ব্বাধিকারী মহাশয় লাট উডবর্ণ বাহাদুরের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে এবং লাট ভবনে সমবেত বিশিষ্ট ইউরোপী চিকিৎসকগণকে যুক্তিদ্বারা উহার অযৌক্তিকতা বুঝাইয়া বিজ্ঞাপন রহিত করাইয়া দেন। কলিকাতাবাসীগণ এজন্য ডাঃ সর্ব্বাধিকারীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ হন, মধুপুরে নিজ বাটীতে অবস্থান কালে তাঁহার পরোলোক প্রাপ্তি হয়, গঙ্গার যে ঘাটে তাঁহার দেহ সতকার করা হয়, দেবপ্রসাদ বাবু তথায় শ্মশানঘাট এবং সাধারণের সুবিধার জন্য তথায় গঙ্গাযাত্রীদিগের বাসস্থান, কাষ্ঠাদি রাখিবার স্থান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। যে স্থানে তাঁহাদের ভদ্রাসন সে স্থান প্রস্তরময় বলিয়া তাহার নামই "পাথরচট্টি মহল্লা"। জীবিতকালে ডাক্তার মহাশয় দেবপ্রসাদ বাবুর সহিত এখানে একদা পাদচারণা করিবার কালে বলেন এই স্থানে বেশ পুষ্করিণী হইতে পারে। দেবপ্রসাদ বাবু তাহাতে বলেন, এরূপ প্রস্তর বহুল স্থানে পুষ্করিণী খনন কি সম্ভব? কিন্তু ডাক্তার মহাশয় বিরক্তির সহিত বলেন "আমি বলিতেছি হইবে" ইত্যাদি। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে সেই কথা স্মরণ করিয়া দেবপ্রসাদ বাবু এই স্থানে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই প্রস্তরাকীর্ণ কঠিন ভুমি খনন করিলে তাহার বহু নিম্নে ৮টী উৎস (Spring) বাহির হইয়া পড়ে।

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত।

দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্,এ, বি, এল, (অনারেবল) ইনি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্বর্গীয় রায় বাহাদুর সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর দ্বিতীয় পুত্র ও স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর ভ্রাতুষ্পুত্র, হাওড়া জেলায় বামনপাড়া গ্রামে ইনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

রামেশ্বরপুরের মাইনর স্কুলে ইঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়, পরে বহুবাজার ইংরাজী স্কুল, সংস্কৃত কলেজ, হেয়ার স্কুল ও হাওড়া স্কুলে ক্রমান্বয়ে অধ্যয়নের পর এবং ডফ্‌স্কলারসিপ গোবিন্দপ্রসাদ স্কলারসিপ ও নানাবিধ সর্ব্বোচ্চ বৃত্তি পাইয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ঐ বৎসর ইনি বি-এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটর্ণী অফিসে প্রবিষ্ট হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইনি এটর্ণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। 'মিত্র ও সর্ব্বাধিকারী" নামক বিখ্যাত এটর্ণি অফিসের ইনি অন্যতম অংশীদার। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সভার এবং ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী কমিটীর অন্যতম সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "ফেলো" নির্ব্বাচিত হন এবং ক্রমান্বয়ে ল-ফ্যাকাল্টী ও সিণ্ডিকেটে সভ্য নিযুক্ত হন, অতঃপর ইণ্ডিয়া ক্লাবের সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের কোষাধ্যক্ষ, ন্যাসন্যাস কাউন্সিলের সম্পাদক, Calcutta temperance Federation সভার সভাপতি ও প্রেসিডেন্সি কলেজ Governing Bodyর সভ্য, রিপন কলেজ Governing Bodyর সভ্য ও Calcutta High School এর সম্পাদক, Law Reporting সভার সভ্য ইত্যাদি অবৈতনিক পদে নিযুক্ত হন। মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা, Gradnates Association সভা, বাল্য-বিবাহ নিবারণী সভা, সুরাপান নিবারণী সভা, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসান, University Institute, ন্যাশন্যাল কংগ্রেস, সাহিত্য সভা, সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি দেশ-হিতকর কার্য্যের সহিত ইনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংলিপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্বরূপে ইনি দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন এবং Calcutta Police

bill, excise bill ও calcutta Improvement bill সম্পর্কে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সাধারণের অধিকার লাভ পক্ষে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ইনি London Universities of the Empire Congress এর অন্যতম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনি বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, বিনয়ী ও মিষ্টভাষী—একাধারে বহুগুণসম্পন্ন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মধুপুর নামক স্থানে যে Edward George নামক আদর্শ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, প্রধানতঃ সেটি ইঁহারই উদ্যমের ফল। মধুপুরে পিতৃ সমাধির উপর সাধারণের হিতার্থে এক সুন্দর শ্মশান ঘাট ও জলাশয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে ইনি বিলক্ষণ পটু। কি ব্যবস্থাপক সভায়, কি মিউনিসিপ্যাল সভায়, কি বিশ্ববিদ্যালয় সভায়, সকল স্থানেই ইনি তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার পরোপকারিতা-গুণ লোকপ্রসিদ্ধ। আইন ব্যবসায়ী হইয়াও ইনি কাহাকেও মোকদ্দমায় লিপ্ত হইতে উৎসাহ দেন না। যাহাতে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে না হয়, সে বিষয়ে ইনি লোকসাধারণকে পরামর্শ দেন, ইঁহার শিক্ষানুরাগ সাধারণের অনুকরণীয়।

"সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধান হইতে"

কলিকাতার বিখ্যাত সর্ব্বাধিকারীবংশের পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় সুরেশ্বর সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ওরিষ্যার দেওয়ান বা গবর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি এরূপ দক্ষতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত ওরিষ্যা শাসন করিয়াছিলেন যে দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ্ পরম তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেণীর বা সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ের অধিকারী এই অর্থে তাঁহাকে সর্ব্বাধিকারী এই উপাধিতে ভূষিত করেন এবং সেই উপাধি বংশগত করিয়াছেন। বাদশা তাঁহার এই উচ্চ সম্মান রক্ষা করিবার উপযোগী রাজোচিত জায়গীর দান করেন। ওরিষ্যার অন্তর্গত রঘুনাথপুরের সেই প্রসিদ্ধ জমীদারীর বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় দুইলক্ষ টাকা। তখনকার দুইলক্ষ টাকা এখন কত হয় অভিজ্ঞগণ অবগত আছেন। সুরেশ্বর সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের শাসনকালেই জগন্নাথদেবের জগদ্বিখ্যাত মন্দিরের চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হয় এবং পূজার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য বিবিধ উন্নতি সাধিত হয়। পুরীর মন্দিরে প্রবেশ করিবার এবং দেবদর্শন করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। সেই অবধারিত সময় লঙ্ঘন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনার্থই এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছামত যে কোন সময়ে মন্দিরে প্রবেশ করিতে এবং তাঁহার মস্তকে একজন ছত্র ধরিয়া যাইতেও দেওয়া হইত। ইহাও তাঁহার বংশগত অধিকার—উত্তরকালে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহার সদর স্থানান্তরিত করিয়া স্বীয় জমীদারী রঘুনাথপুরেই স্থাপন করেন। রঘুনাথপুরে সুরেশ্বর সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বংশধরগণ বহুকাল ধরিয়া আপনাদের সম্মান প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। সুরেশ্বরের কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানেশ্বর প্রায়

১৫০৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটের উজীরের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমগ্র ভারতের উপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিলেন। এই বংশেই ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী আর তাঁহার স্বনামপ্রসিদ্ধ পুত্রদ্বয় মাননীয় দেবপ্রসাদ এবং ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর জন্ম।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

৩য় ভাগ ৪১ পৃষ্ঠা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস

Sarvadhikary, The Hon'ble Sir Deva Prasad, Kt., Cr., 1919., C. I. E., 1914.; C. B. E.; M. A., B. L. Calcutta; LL. D. (Aberdeen), LL. D. (St. Andrews), Suriratna (Navadwip) Vidyaratuakar (Dacca); Vidya Sudhakar, Bangaratna (Beneras) Jnan Sindhu (Puri) late Member Council of State; Vice-president, Asiatic Society; late member Indian Legislative Assembly; for many years Member Bengal Legislative Council, Legislative Assembly and Imperial Council; late Vice-Chancellor, Calcutta University, Member Lytton Committee for Indian Students in England; Member Government Lytton Committee for Indian Students in England; Member Government of India Deputation to South Africa; Member Universities Congress of the Empire. Member Post Graduate Council; 2nd S. of Rai Bahadur Surja Kumar Sarvadhikary, m. Nagendra Nandini, two S. three d. Educ.: Rameswarpore; Sanskrit College, Hare School; Howrah School; Bowbazar School; Presidency

College, Calcutta. For several years member of the Municipal Corporation of Calcutta; Member of the Imperial Library Committee; Trustee and Treasurer, Imperial Musium; President Calcutta Temperance Federation, Calcutta Licensing Board, Anti-smoking Society, Refuge, Incorporated Society of Law; Vice-President Rotary Club, Calcutta, and various Literary Societies; President Calcutta University Institute, General Section; Vice-president. Sahitya Parishad, Sahitya Sabha, Indian Association, is a Solicitor and Vakeel of the High Court; was long the Sub-Editor of Samaya, Bharatbashi and Hindoo Patriot, newspapers. Publication Speeches and Essays, entitled Notes and Extracts; Three months in Europe; Prabash Patra; South African Travels. Recreations; reading, gardening travel. Address; Prasadpur, 20, Suri Lane, Calcutta, T, Burabazar 2625; Cal, 2625, M, 10711 and 10986. Clubs; National Liberal, Calcutta, India, Chelmsford, Calcutta.

—"Who is Who"

SARVADHIKRY, Sir Deva Prasad, Kt., C. I. E., C. B. E., M. A., B. L., ( Calcutta ), LL. D., ( Aberdeen ), LL. D., ( St. Andrews ), Suriratna ( Navadwip ), Vidyaratnakar ( Dacca ), Vidya Sudhakar ( Bhattapalli ), Bangaratna ( Benares ), Jnan Sindhu ( Puri ), Advocate and Solicitor, Fellow, Calcutta University, Benares, Dacca and Delhi Universities, Dean, Faculty of Law and late Vice-Chancellor and Dean, Faculty of Arts, Calcutta Univ:; late Mem. Council of State, late member of Indian Legislative Assembly and Bengal Council, b. 1862

m. 1883., Nagendra Nandini, 2, s. Nirmal (B.L.) and Nikhil (M. B.) and 3d, Nalini, Nihar and Niraja, Educ. Rameshweshwarpore, Sanskrit college, Hare and Howrah Schools, Presidency College, Calcutta, For several years Mem, of Mun, Corpn, of Calcutta Mem, of Imp, Lib, Vice-President Calcutta Rotary Club, W, M, Lodge Anchore and Hope, Trustee Imp, Museum, Pres. various literary social and philanthurople socities and President, Calcutta Licensing Board, Calcutta Temperance Federation, Antismoking Society, "The Refuge", Calcutta, University Corps Committee, Incorporated Society of Law; Vice-President, Indian Association, and National Council of education, Sahitya Parishad, Asiatic Society, and President Calcutta University Institute, Late Mem. Lytton Com. ( Lond ) and Paddison Com. South Africa, Representative of India Government on the League of Nations, Geneva. Has travelled much all over India, Europe and South Africa, Twice represented Calcutta Univ. at the Congress of the Univ. of the Empire, held in England. Publications : "Notes and Extracts" Three months in Europe," "Prabash Patra" Travele in South Africa. Address Prasadpur, 20, Suri Lane, Calcutta Clubs ; Calcutta and National Liberal, India.

"Times of India Year book"
( Who is who )

## A HISTORY OF MURSHIDABAD DISTRICT—Walsh

### CH. XXXIII.

### The Subadhicary family.

The founder of the Subadhicari family was sureshwar, who was appointed, in the beginning of the fifteenth century, Diwan of Orissa. Sureshwar administered that province very successfully under the Imperial Court of Delhi. He received the hereditary title of "Subadhicari" which means the "head of all classes" in point of wealth, rank 'cast' and descent from the Emperor of Delhi, *Mahamed Shah*, in consideration of his political position as Diwan, or Governor of Orrissa. To support the dignity of the title, he was allowed a princely Jaghir in the well known Zamindary of Orissa named Raghunathpur, that gate yearly income of about two lakh of rupees. It was under Sureshwar's administration that the celebrated temple of Jagannath was welled up and that various improvement were made in the management connected with the worship of the sacred shrine of Jagannath (Puri). He was allowed also the exceptional privilege of entering the temple of Jagannath at any time he liked, with an umbrella carried over his head (a sign of honour), whereas according to ordinary practice and custom, the temple of Jagannath could only be opened to the general public at certain prescribed timely. This privilege was not only granted to Sureshwar, as a personal distinction, but was made hereditary

in the Male line. Sureshwar subsequently transferred the seat of Government to his Raghunathpur estate where his descendants lived and flourished for a long series of years. Sureshwar's younger brother, Eshaneswar was the vizier of the Emperor of Delhi at that time. (140 a lirca) and as such commanded a very high political influence all over India. It was not an easy task to trace the successive migrations and movements of Sureshwar's descendants, which may member more than two thousand, now scattored all over the country several branches sprung from the main line are living. When Murshidabad became the capital of Bengal, in the very early part of the eighteenth Century, (1704).

A counsin, a descendant Ram Narain, who lived at Khancool, got the title of "Munshi" for his proficiency in Persian. He established a persian school at Radhanagar for the free educations of the poor and he constructed a road, costing about a lakh of rupees, running from Khidderpur watganj, Calcutta to Munshi's garden, and declined to accept the cost which was offered to him by the Government.

Ram Narain's son, Madhan Mohan, was the first native appointed a Subordinate Judge, the highest judicial appointment then open to a native. Their descendant Raja Sitanath was Diwan to the Viceroy, subsequently Diwan to Nawab Nazim Humayan Jah, during the minority of his son Musur Ali,

Sitanath's other sucessful descendants were Prosanna Kumar, Ananda Kumar, Surya Kumar, Raj Kumar.

Prosanna Kummar is now dead; he was truly a great man, great and noble in the true sense of the word. He was a member of the Bengal Legislative Council. He was an eminent scholar of European fame in his time. He was held in such high estimation by all classes of the people, both European and native, official and unofficial, not only for his eminent scholarship and invaluable services rendered to the Government and the people, his capacity as an inspection of School, in the Presidency circle. and as principal of the Berhampur, Sanskrit college as a professor at the Presidency College, Calcutta. A leading member of the Syndicate of Calcutta University and author of several works of public celebrity, and as a trusted and recognised leader of all the public movements connected with the advancement of education but also for his rare social witness, as evidenced by his expending most of his earnings throughout the period of half a century for all sorts of public good in establishing schools, feeding the poor, mitegating the sufferings of the people in various ways, and in doing all that lay in his power to advance the cause of humanity by every means. In order to commemorate him, a portrait and *bust* were raised by public subscriptions, and unveiled by the latechief Secretary to the Government, the Hon'ble Mr. C. W, Bolton. In the public meeting held to celebrate the unveiling memory, Mr. Bolton paid a well-deserved tribute of respect to the real worth and character of Prosonna Kumar, and exhorted his countrymen to follow his noble example.

Ananda Kumar was successful subordinate judge of Bengal. He was now retired on pension and has a worthy son, Jyotish Prosad, who is a rising pleader of the High Court, Calcutta, upon Surya Kumar has been conferred the title of the "Rai Bahadur" by the Government in consideration of his success in the Medical profession, of his high social position. He has been a very successful medical practitioner in Calcutta for forty years ; respected equally by Europeans and natives, and was at one time president of the Faculty of Medicine of the Syndicate of the Calcutta University.

Raj Kumar has also been invested with the title and dignity of the "Rai Bahadur" by the Government. He is a fellow of the Calcutta University, the very successful editor of the "Hindu Patriot", a Presidency Magistrate of Calcutta and the Secretary of the first political association of India viz , "British Indian Association". He was the author of "Law Lecturers on Hindu Law of Inheritance.

Dr. Surya Kumar Bahadur's son, Dr. Satya Charan, is a Presidency Magistrate in Calcutta, and Deva Prasad is successful attorney of the High Court, a fellow of the Calcutta University and a prominent member of the "National Congress". Dr. Suresh Prasad is in the Medical profession. (1902).